حياة اعلى حضرت

হায়াতে আ'লা হযরত

سبحانى ارشادات

ছুবহানী ইরশাদাত

رضوى تحقيقات

রেজভী তাহ্ক্বীক্বাত

লেখক

আব্দে রাসূল

মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

খলিফা ঃ খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ্ বোর্ড ফাউন্ডেশন

হায়াতে আ'লা হযরত, সুবহানী ইরশাদাত

রেজভী তাহক্বীক্বাত

রচনায় ঃ মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক ঃ ফক্বিহে দ্বীন মাওঃ সূফী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম রেজভী নাজেরী ক্বাদেরী
মহাসচিব, বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ বোর্ড ফাউন্ডেশন

প্রকাশ কাল ঃ ২ রবিউস সানী, ১৪৩৪ হিজরী
১ ফাল্গুন, ১৪১৯ বাংলা
১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম রেজভী
ও মুহাম্মদ কবির হোসেন রেজভী

মুদ্রণ ঃ তোহফা এন্টারপ্রাইজ, ১০২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

ফরিয়াদে

ইয়া আল্লাহ্!
এ ক্ষুদ্র লেখনির উসিলায়
★ আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিণী
তাপসী 'মা' হযরত রাবিয়া আখ্তার রেজভী রাহমাতুল্লাহি
আলাইহা ★ আমার পিতা যার লালন স্নেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ,
সুলতানুল ওয়ায়েজিন, পীরে ত্বরিকত, হযরাতুল আল্লামা গাজী আকবর
আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) ★ আমার এ সাধনার
পথে রূহানী নজ্‌রে করম মঞ্জিল আলে **রাসূল ও আলে** আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত
ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও
★ দয়াল নবীজীর মহাব্বতে জান-মাল কুরবান করে আমার
যে সমস্ত ভক্ত-মুরিদিন আজ মুক্তির পথে সংগ্রামরত
তাঁদেরকেসহ সকল ঈমানদার
উম্মতগণকে কবুল করুন।
আমিন!

কৃতজ্ঞতা

এ কিতাব প্রকাশে যে সকল ধর্মানুরাগীগণ সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, জনাব ইউনুছ রেজভী বড়দৈল, কুমিল্লা, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম ভূঁঞা রেজভী, গুলশান, ঢাকা, জনাব মুফতি সিদ্দিকুর রহমান রেজভী, জনাব ইউনুছ রেজভী, জনাব কানু মিয়া রেজভী, চান্দিনা, কুমিল্লা, জনাব শিব্বির রেজভী, সিলেট, জনাব রফিকুল ইসলাম রেজভী, নবীনগর, বি.বাড়িয়া, জনাব কামাল রেজভী, জনাব নিউটন রেজভী, মিরপুর, ঢাকা, জনাব ফারুক রেজভী, হবিগঞ্জ, জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম রেজভী, বাতাইছরি, জনাব জামাল রেজভী, বিপাড়া, জনাব আসমত রেজভী, বড়দৈল, কুমিল্লা, জনাব রুহুল আমিন রেজভী, ঢাকা, জনাব মোশাররফ হোসেন রেজভী, টঙ্গী, গাজীপুর, জনাব জাকির শাহ রেজভী, চান্দিনা, জনাবা ফিরোজা আলম রেজভী, জনাবা হালিমা খান রেজভী, জনাবা সুফিয়া জাহান রেজভী, কুমিল্লা প্রমুখ।

আর এ কিতাব লিখা ও সৌন্দর্য বর্ধনে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমার আদরের ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আলমগীর হোসাইন রেজভী, মুফতী আলী শাহ রেজভী ও মাওলানা আহমদ রেজভী প্রমুখ। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে নবীজির উছিলায় পরপারের সকল ঘাটিতে কামিয়াবী দান করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দোয়া ও অভিমত	০৫
খিলাফত নামা	০৭
লেখকের ক'টি কথা	০৮
আজমতে আ'লা হযরত	০৯

সংক্ষিপ্ত হায়াতে আ'লা হযরত

বরকতময় নাম	১০
শুভজন্ম	১০
বংশীয় পরিচয়	১১
হযরতের জ্ঞান অর্জন	১১
হযরতের মেধা	১২
হযরতের মুখস্ত শক্তি	১৪
পাঠ্য জ্ঞানের সমাপ্তি	১৪
ফতোয়া প্রদান	১১
পাঠদান	১৫
বাইআত ও খিলাফত	১৫
খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে অবদান	১৬
যুগের জলিলুল ক্বদর মুজাদ্দিদ	১৭
বিধর্মী ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা	১৮
হজ্জে বায়তুল্লাহ্	১৮
শৈশবেই খোদাভীতি	২০
নবী প্রেমের দৃষ্টান্ত	২০
নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণ	২১
জ্ঞানজগতে আলা হযরতের অবস্থান ও প্রতিপক্ষের অভিমত	২১
হযরতের জ্ঞান সমুদ্রের শুধু একটি ঘটনা	২৩
সৈয়দ বংশের প্রতি সম্মান	২৪
কারামত	২৪
বিদায়নামা	২৬
ওফাত শরীফ	২৮
বারগাহে রেসালাতে তাঁর মর্যাদা	২৯
গোসল শরীফ, কাফন ও নামাযে জানাযা	৩১
মাজার শরীফ	৩১

সুবহানী ইরশাদাত

মুর্শিদে বরহক হযরত কিবলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৩২
হযরত কিবলার ২৫টি নূরানী ইরশাদ	৩৪
সাজ্জাদানেশীনের মহান দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ	৩৬

রেজভী তাহক্বিক্বাত

কুরআন কারীমে রেজভী	৪০
মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সময় রেজভী	৪৩
হুজুর পাকের খাদেমা হিসেবে রেজভী	৪৪
দু' জন সম্মানিত ইমামের নামে রেজভী	৪৫
আ'লা হযরত কিবলার অনুসারী হিসেবে রেজভী	৪৫
পরিতাপ	৪৭
অছিয়ত	৪৮

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত, সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** কুদ্দিসা সির্রুহুল আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

مجدد دین وملت سرکار اعلیحضرت
عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا الحاج الشاہ
امام احمد رضا خاں
فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نبیرۂ اعلیحضرت
سبحانی میاں
محمد سبحان رضا خاں
سجادہ نشین ومتولی خانقاہ عالیہ رضویہ وناظم اعلیٰ جامعہ منظر اسلام رضا نگر محلہ سوداگران بریلی شریف

حجۃ الاسلام مولانا الشاہ محمد حامد رضا خاں رضی اللہ عنہ
مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ محمد مصطفےٰ رضا خاں رضی اللہ عنہ
مفسر اعظم ہند مولانا الشاہ محمد ابراہیم رضا خاں رضی اللہ عنہ
قائد ملت مولانا الشاہ محمد ریحان رضا خاں رضی اللہ عنہ

Nabeera-e-Aala Hazrat Shahzada-e-Rehan-e-Millat, Alhaj MAULANA SUBHAN RAZA KHAN SUBHANI MIAN

Sajjada Nasheen Khanqah-e-Alia, Razvia, Hamidia, Nooria, Jeelania, Rehania Raza Nagar 84, Saudagran, Street, Bareilly-243003 (U.P)

MANAGER
Jamia Razvia
Manzar-e-Islam
Baerilly Shareef

MUTAWALLI
Raza Masjid
Bareilly Shareef

CHIEF EDITOR
Ala Hazrat
Monthly Magazine
Bareilly Shareef

Ref..................................... Date.....................................

۷۸۶/۹۲

اظہار تہنیت

حامداً ومصلیا ومسلما!

فقیر قادری کے مرید وخلیفہ حضرت مفتی نذیر الامین رضوی حنفی قادری سبحانی نے بنگلہ زبان پڑھنے اور بولنے والوں کے لئے میرے جد کریم مجدد اعظم، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی قدس سرہ العزیز کی حیات مبارکہ کے چند گوشوں کو بطور اختصار بنگلہ زبان میں مرتب کیا ہے ساتھ ہی فقیر قادری کے چند معروضات کو بھی جمع کیا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ مرتب موصوف کی اس سعی کو قبول فرمائے اور انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب سے خوب تر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔

فقیر قادری محمد سبحان رضا سبحانی غفرلہ
سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف
۱۸ر شوال المکرم ۱۴۳۳ھ ۶ر ستمبر ۲۰۱۲ء
بروز جمعرات

Ph:. 2455624, 3293800, 2475683 (Off) Mob. 9359103539, 9719092786 Fax: 2474627 (0091-581)
E-mail : subhanimian@yahoo.co.in, alahazrat786@rediffmail.com. Website : www.ala-hazrat.org

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** কুদ্দিসা সির্‌রুহুল আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

ফক্বীর ক্বাদেরী এর মুরীদ ও খলিফা হযরত মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আমার সম্মানিত পিতৃপুরুষ (পূর্বপুরুষ) মুজাদ্দেদে আযম, সাইয়্যেদী, সরকার আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা ক্বাদেরী হানাফী কাদ্দাসা সিররাহুল আযীয-এর বরকতময় জীবন চরিত হতে গুরুত্বপূর্ণ কতেক বিষয়াবলীকে সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় সংকলন করেছেন। সাথে ফক্বীর ক্বাদেরী-এর কিছু বিষয়কেও সন্নিবেশিত করেছেন। মাওলা তায়ালা স্নেহধন্য সংকলনকারীর এ প্রচেষ্টাকে যেন কবুল করেন এবং তাঁকে মসলকে আ'লা হযরতের অনেক অনেক খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আমিন! বিজাহিন্নাবিয়্যীল কারীম আলাইহি আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলিম।

ফক্বীর ক্বাদেরী মুহাম্মদ সুবহান রেযা সুবহানী গুফিরালাহু
সাজ্জাদানেশীন, খানকায়ে আলীয়া রেজভীয়া
বেরেলী শরীফ, ভারত।
তারিখঃ ১৮ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী
৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ইং, বৃহস্পতিবার

১৪৩২ হিজরী সনের ৬ জমাদিউল আওয়াল তারিখে নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত, দরগাহে আ'লা হযরত-এর বর্তমান সাজ্জাদানেশীন হযরতুল হাজ্জ আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ কুদ্দিসা সির্‌রুহু এর পক্ষ হতে মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী-এর প্রতি-

খিলাফত নামা

লেখকের ক'টি কথা

যুগের মুজাদ্দিদ ও অলীকুল সম্রাট, পীরগণের পীর, বেলায়েতদানকারী আ'লা হযরত আজীমুল বারাকাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, শাহ আহমাদ রেজা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও

আমার মহান মুর্শিদ, নাবীরায়ে আলা হযরত, শাহ্‌ছুফী হযরত আল্লামা ছুবহান রেজা খাঁন ছুবহানী মিয়া মাদ্দাজিল্লুহুন নূরানীসহ

হযরত ক্বিবলার পূর্বাপর ধর্মনাবিক মহান হাস্তীগণের বরকত লাভের প্রত্যাশায় এ অধমের দু'কলম লেখনী।

পরিশেষে, الانسان مركب من الخطاء و النسيان অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটির অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং বর্ণিত পুস্তকে কোন সুহৃদয়বান ব্যক্তির নজরে ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে বিশুদ্ধ তথ্যসহ জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

আজমতে আ'লা হযরত

(১) হে আশেক্বে রাসূল, তুমি 'আতায়ে আ'দুল,
জগতবাসীর দিশার খুসবু সুন্নিয়াতের ফুল ॥

(২) ঊদয় বেরেলী নগরে, আহমাদ রেজা নাম ধরে,
দ্বীনের বাণী প্রচারিলেন জগত সংসারে,
যিনি কলম সম্রাট, জ্ঞানে অতুল ও অগাধ,
আজও তাঁর ধর্মীয় বাণী পড়ছে বিশ্বকুল ॥

(৩) তোমার অমূল্য সাধন, যাতে জাতির সংশোধন,
হক-বাতিলের রাস্তা তুমি করলে নির্ধারণ,
তোমার ইজতিহাদী রচনা, সর্বযুগে দিক-নিশানা,
আহলে সুন্না'র ইমাম তুমি, নায়েবে রাসূল ॥

(৪) তোমার ধর্মীয় খিদমাত, যাহা পূর্ণ কারামাত,
বেনজীর মুজাদ্দিদ তুমি হাদীয়ে উম্মাত,
আরব আজমের আলীম, তোমার মসলকের খাদীম,
ইশ্‌কে রাসূল দেখে তোমার, জগত হয় আকুল ॥

(৫) নজরে নাজির এ বাংলায়, তোমার ধ্বনি শুনতে পায়,
সে ধ্বনি বিরাজিত বিভিন্ন জায়গায়,
তোমার ধ্বনির খনি, নাবীয়ে রাব্বানী,
সে ধ্বনির নজ্‌রানা রেজায়ে রাসূল ॥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين ○ و الصلوة و السلام على نبى الكريم

و اله و اصحابه و اوليائه بعدد كماله و خلقه اجمعين ○ اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ○ بسم الله الرحمن الرحيم ○

﴿ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীগণের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।

-সূরা ইউনুছ আয়াত ৬২

সংক্ষিপ্ত হায়াতে আ'লা হযরত

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মহান অস্তিত্ব কারো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি স্বয়ং কামালাত ও ফাযালাতের সূর্য। উদিত সূর্যের খবর যেমনি সর্বজনসহ অন্ধজনও দিতে সক্ষম তেমনি কুত্‌বুল আওলিয়া, শায়খুল মাশাইখ ও বেলায়ত দানকারী আ'লা হযরত আজীমুল বারাকাত, ইমামে আহলে সুন্নাত এর অগনিত দ্বীনী দেখমতের অমর অবদান সূর্যের ন্যায় বিস্তৃত ও জ্ঞাত।

বরকতময় নাম

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শুভ জন্মকালীন নাম "মুহাম্মদ" আর ঐতিহাসিক নাম "আল মুখতার"। কিন্তু আপন দাদাজান মাওলানা রেজা আলী খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নাম নির্ধারণ করেন আহমাদ রেজা। পরবর্তীতে তিনি নিজেই নিজ নামের সাথে "আব্দুল মুস্তফা" সংযোগ করেন। তিনি বংশীয় পর্যায়ে 'পাঠান', মাযহাবের দিক থেকে হানাফী, ও ত্বরিকার দিক থেকে ক্বাদেরী ছিলেন।

শুভজন্ম

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম সময় ১০ই শাওয়াল-ই মুকাররম, ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ ইংরেজী, রোজ শনিবার যোহরের সময়। আর জন্মস্থান হল ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী বেরেলী শরীফে (ইউ.পি)'র জাসুলী মহল্লায়। আ'লা হযরত নিজের জন্ম সন নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বের করেছেন। অর্থাৎ ১২৭২ হিজরীর তত্ত্ব সন্ধানে বর্ণিত আয়াত শরীফ-

﴿ اُولٰئِکَ کَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَ اَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ﴾

অর্থঃ তাঁরা হল ওই সব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমানকে অংকন করে দিয়েছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে রুহ্ দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

এ কথা যথার্থ যে, আ'লা হযরত ওই সব খাস বান্দার অর্ন্তভূক্ত মহান আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানের নক্‌শা এঁকে দিয়েছেন তাঁর আপদমস্তক আল্লাহর ইশক ও নবীজির মহাব্বতে ডুবন্ত ছিল। তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ ! "যদি আমার অন্তরকে দু'টুকরো করা হয় তবে দেখা যাবে যে, এক টুকরোর উপর লিখা আছে لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) অপর টুকরো'র উপর লিখা আছে محمّد رسول الله(মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ) [জাল্লাজালা-লুহু ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম]

বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের অগণিত লোক, যাঁদের মধ্যে অনেক আলিম, ফাজিল ও মাশাঈখও রয়েছেন যে, ১২৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি আ'লা হযরতের জীবনের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টিপাত করেন তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবেন (১২৭২ হিজরীর) ﴿ اُولٰئِکَ کَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَ اَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ﴾ এর অলৌকিক মুকুট আ'লা হযরতের পবিত্র শিরে সত্যিই শোভা পাচ্ছে।

বংশীয় পরিচয়

আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন, তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ নক্বী আলী খাঁন তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খাঁন তাঁর পিতা হযরত মাওলানা হাফিজ শাহ্ কাজিম আলী খাঁন, তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আজম খাঁন তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ সা'আদাত ইয়ার খাঁন, তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ সাঈদ উল্লাহ্ খাঁন (রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজমাঈন) আ'লা হযরতের পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ হযরত মাওলানা শাহ্ সাঈদ উল্লাহ খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি মুঘল শাসনামলে লাহোর পদার্পণ করেন এবং সেখানে তিনি বিভিন্ন সম্মানিত পদে অলংকৃত হন।

হযরতের জ্ঞান অর্জন

আ'লা হযরত পরিবারে পারিবারিক ঐতিহ্য- রেওয়াজ অনুযায়ী বিছমিল্লাহ্‌খানী

তথা বিছমিল্লাহ শরীফের আনুষ্ঠানিক ছবক হত। বিছমিল্লাহ শরীফের ছবক গ্রহণকালে হযরতের বয়স কত ছিল বিশুদ্ধভাবে বলা মুশকিল, তবে ছবক গ্রহণ সময়ের বয়স এভাবে অনুমান করা যায় যে, তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সেই পবিত্র কুরআনের নাজেরা খতম করেছিলেন।

হযরতের মেধা

আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আ'লা হযরত যখন বিছমিল্লাহ্ শরীফের ছবক গ্রহণ করেছিলেন, তখন আশ্চর্য্যপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তখন তাঁর বয়স তিন বৎসর। তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ নিয়ম মাফিক بسم الله الرحمٰن الرحيم (বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম) এরপর ا-ب-ج-د প্রভৃতি হরফ সমূহ পড়িয়েছেন এবং আ'লা হযরত পড়েছেন। এমনিভাবে যখন ﻻ (লাম আলিফ) পড়ানোর পালা আসল, ওস্তাদ বললেন বল ﻻ , তখন আ'লা হযরত চুপ রইলেন এবং ﻻ পড়তেছেন না। ওস্তাদ দ্বিতীয়বার বললেন মিয়া সাহেবজাদা পড় ﻻ , তখন আ'লা হযরত আরজ করলেন এ দু'টি হরফ আমি পড়েছি। পূর্বে ا (আলিফ) ও পড়েছি ل (লাম) ও পড়েছি, এখন দ্বিতীয়বার পড়ব?

বিছমিল্লাহ শরীফের এ ছবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হযরতের সম্মানিত দাদাজান যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম ও অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক হযরত মাওলানা শাহ্ রেজা আলী খাঁন (কুদ্দিছা সিররুহুল আজিজ) তিনি হযরতকে বললেন "বেটা ওস্তাদের কথা শুন, তিনি যা পড়ান তা পড়। আ'লা হযরত তাঁর দাদাজানের সম্মানে ﻻ পড়েছেন, কিন্তু হযরত তাঁর দাদাজানের চেহারার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। দাদাজান আল্লামা রেজা আলী খাঁন বুঝতে পারলেন যে, যদিও তিন বৎসরের শিশু বাচ্চা, পৃথক বর্ণ ও যুক্ত বর্ণের ভেদ বুঝার কথা নয়, তথাপিও পৃথক বর্ণের মধ্যে যুক্ত বর্ণের সংমিশ্রণ হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ হওয়ায় থেমে গেছে।

তাই দাদাজান অন্তর দৃষ্টিতে নিশ্চিত হলেন যে, যদিও শিশু বাচ্চা কিন্তু এক সময় বিদ্যা জগতের এক বিশাল অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

এমতাবস্থায় দাদাজান বললেন, হ্যাঁ বেটা শুরুতে সর্ব প্রথম হরফ যা তুমি পড়েছ, প্রকৃত পক্ষে তা ছিল ء (হামজা), ا (আলিফ) নয় এবং এখন ل (লাম) এর সাথে যে "হরফ" যুক্ত করে পড়েছ তা হল, ا (আলিফ)। যেহেতু আলিফ

সর্বদায় সাকিন হয় এবং পৃথকভাবে সাকিন "হরফ"কে কখনও পড়া যায় না, তাই ل এর সাথে ا কে যুক্ত করে আলিফের উচ্চারণ لَا করা হয়েছে।

আ'লা হযরত আরজ করলেন - যদি এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ا কে উচ্চারণ করা, তাহলে ا কে অন্য কোন হরফের সাথে যুক্ত করা হল না কেন ? যথা ا-ب-ج-د প্রভৃতি হরফের সাথে যুক্ত করে ا কে পড়া যেত। কিন্তু ওই সমস্ত হরফ কে বাদ দিয়ে শুধু ل এর সাথে ا কে যুক্ত করার কারণ কি ?

আ'লা হযরতের এ আরজ শুনে, দাদাজান হযরত আলী রেজা খাঁনের মধ্যে মহব্বতের জজ্‌বা জারী হয়ে যায় এবং আ'লা হযরতকে বুকে টেনে নেন এবং খালিছ দোয়া করেন। অতঃপর বলেন বেটা, ل এবং ا এর মধ্যে আকৃতিগত দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকেও বড় গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ লিখতে উভয়টির আকৃতি নমুনা একটি অপরটির ন্যায়। দেখ لا-لا এবং গুণগত দিক থেকেও এ সম্পর্ক যে, ل এর অন্তর ا এবং ا এর অন্তর ل অর্থাৎ দেখ لام এর মধ্যেখানে ا এবং الف এর মধ্যেখানে ل রয়েছে। যেন-

من توشدم تومن شدی من تن شدم تو جاں شدی
تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

(মান্ তু শুদাম তু মানশুদী মান্ তন্ শুদাম তু জান শুদী
তাকিছ নাগুয়াদ বা'দ আজী মান্ দিগারাম তু দিগারী)

অর্থাৎ - ওগো মুর্শিদ আমি তোমার মধ্যে বিলিন। এখন তুমি আমি, আমি তুমি, আমি শরীর তুমি রুহ, যেন কেহ এ কথা বলতে না পারে যে, আমি এক বস্তু, আর তুমি আরেক বস্তু বা সত্তা।

হযরত আল্লামা রেজা আলী খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রত্যক্ষভাবে لا এর ভেদ শিক্ষা দিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে এ ভেদ বয়ানের মধ্যেই আ'লা হযরতকে সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও ভেদপূর্ণ তথ্যাবলীর জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতাও দান করেছেন।

যার বাস্তব দৃষ্টান্ত জগতবাসী নয়ন ভরে দেখছে যে, একদিকে আ'লা হযরত মহান শরীয়তের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হুবহু পদাংক অনুসরণ করেছেন, অপরদিকে গাউছুল আজম আব্দুল ক্বাদির জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর নায়েব এর আসনে সমাসীন হয়ে আছেন।

হযরতের মুখস্ত শক্তি

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু এর মুখস্ত শক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, একদিকে ওস্তাদ ছবক দেন অপরদিকে তিনি এক দুবার পড়েই কিতাব বন্ধ করে দিতেন। যখন ওস্তাদ ছবক শুনতেন তখন পুংঙ্খানুপুংঙ্খভাবে তা শুনিয়ে দিতেন। ওস্তাদ এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন যে, হে "আহমাদ মিয়া" তুমি মানব না জ্বীন যে, আমি পড়াতে দেরী কিন্তু তোমার শুনাতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ এ উক্তিটি ওস্তাদের দোয়া স্বরুপই ছিল।

একদিন আ'লা হযরত বললেন, অনেকেই না জেনে আবেগ প্রবণ হয়ে আমার নামের সাথে "হাফিজ" শব্দটি যুক্ত করে দেয়, অথচ আমি হাফিজ নই। তবে এটা সম্ভব যে, কোন হাফিজ সাহেব যদি আমাকে কুরআন কারীমের এক রুকু করে পড়ে শুনান তাহলে অনুরূপ আমার থেকে মুখস্ত শুনানো সম্ভব হবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাহে রমজানে একজন হাফিজ সাহেবের সান্নিধ্যে মাত্র ২৩ দিনে ৩০ পাড়া কোরআন শরীফ মুখস্ত করে শুনিয়েছেন। আর হিফজ করার সময়টুকু হিসাব করলে মাত্র ১৫ ঘন্টা হয়। (সুবহানাল্লাহ্!)

পাঠ্য জ্ঞানের সমাপ্তী

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাথমিক উর্দ্দু, ফার্সী ভাষার কিতাবাদী অধ্যয়নের পর আরবী ভাষায় ছরফ-নাহু এর কিতাব সমূহ মীর্যা গোলাম ক্বাদীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর সান্নিধ্যে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর নিজ পিতা আলেমকুল সম্রাট হযরত মাওলানা শাহ্ নক্বী আলী খাঁন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সান্নিধ্যে নিম্নোক্ত জ্ঞানকোষ সমূহের উপর বিদ্যা অর্জন করেন। (১) ইলমে কুরআন (২) ইলমে তাফছীর (৩) ইলমে হাদীছ (৪) উসূলে হাদীছ (৫) হানাফী ফিকহের কিতাবাদী (৬) শাফেঈ ফিক্‌হের কিতাবাদী (৭) মালেকী ফিকহের কিতাবাদী (৮) হাম্বলী ফিকহের কিতাবাদী (৯) উসূলে ফিক্বহ (১০) জাদাল-ই মাযহাব (১১) ইলমে আকাইদ ও কালাম (১২) ইলমে নাহভ (১৩) ইলমে ছরফ (১৪) ইলমে মা'আনী (১৫) ইলমে বয়ান (১৬) ইলমে বদী (১৭) ইলমে মানতিক (১৮) ইলমে মুনাজারাহ (১৯) ইলমে কানসাকাহ্ মুদাল্লাসাহ (২০) ইবতিদায়ী ইলমে তাকছীর (২১) ইবতেদায়ী ইলমে হাইয়াত (২২) ইলমে হিছাব (২৩) ইলমে হিন্দাসাহ্ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী অধ্যয়ন করে ১২৮৬ হিজরীতে পাঠ্য জ্ঞান সমাপ্ত করেন এবং ১৪ বৎসর বয়সেই সমাপ্তী সনদপত্র লাভ করেন।

ফতোয়া প্রদান

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যে দিন সমাপ্তী সনদ লাভ করলেন- সে দিনেই পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী দরগাহ্ শরীফে "মায়ের স্তন্যপান সম্পর্কিত একটি মাসআলার সমাধানের জন্যে কোন এক আগন্তুক এসেছিল, আগন্তুকের এ মাসআলাটির উপর আ'লা হযরত চমৎকার একটি ফতোয়া তৈরী করে নিজ পিতার হাতে অর্পণ করলেন। আর তা এতোই সুন্দর ও নিখুঁত ছিল যে, তা দেখে প্রবীণ মুফতীয়ানে কিরামগণও হতবাক হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর সম্মানিত পিতা তাঁকেই ফতুয়া প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পাঠদান

আ'লা হযরত ফতোয়া লেখালেখী ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী লিখার কাজসহ বিশেষভাবে হযরতের প্রতিষ্ঠিত বেরেলী শরীফের দ্বীনী মহা প্রতিষ্ঠান যা আজও জ্ঞান দানের প্রদীপ হয়ে দাড়িয়ে আছে – মানজারে ইসলাম মাদ্‌রাসায় পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন।

হযরতের জ্ঞান-গরিমা ও গুণাবলীর কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পাক-বাংলা ভারত উপমহাদেশ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে মহা জ্ঞান বাগানে জ্ঞান অর্জন করতে লাগল। তারা পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে এ মহান হাস্তীর নিকট থেকে আত্মপরিশুদ্ধির বিশেষ তা'লিম গ্রহণ করেছেন বিধায় তাঁরা বিশ্বের আনাচে কানাচে জ্ঞানের আলো দ্বারা অন্যদেরকেও আলোকিত করার মহান আদর্শ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন।

হযরতের ছাত্র সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তাঁদের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে হযরতের প্রসিদ্ধ ছাত্ররা তাঁর বরকতময় চিন্তাধারাকে উন্নতির চরম মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ উপমহাদেশে বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের চর্চা তাঁরই পদচারণায় জীবিত রয়েছে।

বাইআত ও খিলাফত

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সম্মানিত পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এর সাথে ওলীকুল সম্রাট যুগ শ্রেষ্ঠ কুতুব সৈয়দ আলে রাছুল মারহারাভীর দরবারে হাজির হয়ে ক্বাদেরিয়া সিলসিলার বাইআত গ্রহণ করে ধন্য হন। মুর্শিদে বরহক হযরতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেও

পরিপূর্ণতা দান করে সমস্ত সিলসিলার খিলাফত-বাইআত এর ইজাযত এবং হাদীছ শরীফের সনদ দ্বারা ধন্য করেন।

মুর্শিদে মারহারাভী বাইআয়াতের পর উপস্থিত মজলিশকে লক্ষ্য করে ফরমান – "রোজ কিয়ামতে মহান রব আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি আমার জন্য কি এনেছ? তখন আমি আহমাদ রেজাকে পেশ করব।"

খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে অবদান

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পাঠ্য পুস্তক সমূহের অর্জিত জ্ঞান ছাড়াও মহান রবের একান্ত দয়াগুণে ও নবী পাকের কৃপানজরে কোন ওস্তাদের নিকট পড়াশুনা ছাড়াও নিরেট ইলমে লাদুনী বা খোদা প্রদত্ত নুরানী অন্তর দ্বারাই নিম্নোক্ত বিষয়াদীতে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সেগুলোতে শায়খ ও ইমাম এর মর্যাদা লাভ করেন। যথা-

(১) ক্বিরাত (২) তাজভীদ (৩) তাসাওফ (৪) ছুলুক (৫) ইলমুল আখলাক (৬) আছমাউর রিজাল (৭) ছিয়ার (৮) ইতিহাস (৯) অভিধান (১০) আদব (বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে) (১১) আরিসমাত্বী-কী (১২) জবর ও মুক্বালাহ (১৩) হিসাব-ই-সিত্তীনী (১৪) লগারিথম (১৫) ইল্‌মুত্ তাওক্বীত (১৬) ইলমুল আকর (১৭) যীজাত (১৮) মুসাল্লাম-ই-কুরাভী (১৯) মুসাল্লাস-ই-মুসাত্তাহ্ (২০) হাইআত-ই-জাদীদাহ (২১) মুরাব্বাআত (২২) মুন্তাহা ইলমে জুফার (২৩) ইলমে যাইচাহ্ (২৪) ইলমে ফারাইজ (২৫) আরবী কবিতা (২৬) ফার্সী কবিতা (২৭) হিন্দি কবিতা (২৮) আরবী গদ্য (২৯) ফার্সী গদ্য (৩০) হিন্দী গদ্য (৩১) পান্ডুলিপি (৩২) নাস্তালীক লিপি (৩৩) মুন্তাহা ইলমে হিসাব (৩৪) মুন্তাহা ইলমে হাইআত (৩৫) মুন্তাহা ইলমে হিন্দাসাহ্ (৩৬) মুন্তাহা ইলমে তকছীর ও (৩৭) কুরআন শরীফ লিখন পদ্ধতিসহ প্রভৃতি।

এছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের ফযীলতসহ জীবন চরিত আক্বাইদের বিষয়ে কিতাব লিখেছেন ৬৩টি। হাদীস ও উসুলে হাদীসের উপর লিখেছেন – ১৩টি। ইলমে কালাম ও মুনাযারাহ্ বিষয়ে লিখেছেন ৩৫টি। ফিক্বহ ও উসুলে ফিক্বহ বিষয়ে লিখেছেন ৫৯টি এবং বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনে ৪০০টিরও অধিক সংখ্যক কিতাব লিখে নবী পাকের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের জবান বন্ধ করে দিয়েছেন। এতো সংখ্যক লেখনীর জ্ঞানগত অবদান

ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ "তরজমায়ে কুরআন কানজুল ঈমান" এ অনুবাদটি অন্যান্য অনুবাদগুলোর মধ্যে অনন্য স্থানের দাবীদার কানজুল ঈমানের অনুবাদ ও অন্যান্য অনুবাদগুলোর মধ্যেকার বাস্তব পার্থক্য নিরূপণের জন্যে কানজুল ঈমানে "কোরআন মজিদের ভুল অনুবাদগুলো চিহ্নিত করণ" অধ্যায় তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে পরিস্কার হয়ে যায় যে, কানজুল ঈমান এক বিস্ময়কর খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানসম্বলীত অনুবাদ গ্রন্থ।

এতদভিন্নত্ত তাঁর বিখ্যাত ফিক্বহ শাস্ত্রের বিশাল গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, যা প্রতিটি মাসআলার হাওলাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ধর্মী অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১২ খন্ডে সমাপ্ত বর্তমানে আরবী ফার্সীর উদ্ধৃতি গুলোর উর্দু অনুবাদসহ ৩০ খন্ডে প্রকাশ হয়েছে।

যুগের জলিলুল ক্বদর মুজাদ্দিদ

হুজুর আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পবিত্র জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে পরিস্কার বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ এ বিশেষ বান্দাহ্কে তাঁর দ্বীনের হিফাজতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন।

নবী করিম রাউফুর রাহীম এরশাদ ফরমান –

ان امة بيعث لهذه الامة على راس كل مأة سنة من يجدّد لها دينها ○

অর্থাৎ প্রতি একশত বৎসরের শেষপ্রান্তে মহান রব এ উম্মতের জন্যে অবশ্যই মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন, যে উম্মতের জন্যে আল্লাহর দ্বীনকে সঠিক রাখবে।

-আবু দাউদ শরীফ

সেই নির্মম সময়ে যখন কিছু সংখ্যক সার্থান্বেষী ধর্মগুরু দ্বীনকে নিজ ব্যাখ্যায় পরিবর্তন করতে লাগলো সেই সময় তিনি মুসলিম উম্মাহকে শরীয়তের বিলোপ্ত বিধানাবলী স্বরণ করিয়ে দেন, নূরে খোদা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামা'র মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেন, বিশেষ ইলম (জ্ঞান) ও ধৈর্য্য সাধনায় সত্যের বাণী ঘোষনা করে মিথ্যা ও এর অনুসারীদের চিহ্নিত ও নির্মূল করেন এবং সত্যের পতাকাকে উজ্জীবিত করেন, তিনিই হলেন ১৪ শত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আ'লা হযরত, আজীমুল বারাকাত, মাওলানা, আলহাজ্ব, হাফিজ, ক্বারী শাহ্ মুহাম্মদ আহমাদ রেজা বেরলভী সুন্নী হানাফী ক্বাদেরী বারকাতী রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যখন তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উপমহাদেশে নাস্তিকতা এবং ওহাবী-দেওবন্দী প্রভৃতি মতবাদের বিষাক্ত হাওয়া প্রভাহিত হচ্ছিল এবং বিশ্ব তাদের ভ্রান্ত আকিদা দ্বারা দূষিত হয়েছিল, আর চতুর্দিকে ইলহাদ ও বে-দ্বীনীর ঘন্টা বাজতেছিল তখনই এমন একজন আশিকে রাসূলের আবির্ভাব ঘটলো যিনি বাতিলের অমাবশ্যা অন্ধকারে সত্যের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। যার কলম নবীপাকের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীদের উপর আল্লাহর গজবের অগ্নিমালা রূপে পতিত হয়ে তাদের ভ্রান্ত আকিদাগুলোকে জ্বালিয়ে দিল, যিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজ ও হিন্দুদের গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত হবার তালিম দিলেন।

সর্বোপরি যার সম্মুখে আরবীয় ও অনারবীয়, হেরম শরীফ ও হেরম শরীফের বাইরের বিজ্ঞ থেকে বিজ্ঞতর আলিমগণও একান্ত শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন এবং যার সারাটি জীবন আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা'র মহান গোলামীতে কুরবান করেছেন। তিনিই মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত।

বিধর্মী ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইংরেজদের ধর্মাচার, তাদের শিক্ষানীতি ও তাদের কাছারীর প্রতি যথেষ্ঠ ঘৃনা পোষণ করতেন। এমনকি তিনি তৎকালীন ইংরেজ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ফটো সম্বলিত পোষ্ট কার্ড ও খামকে উল্টো করেই ঠিকানা লিখতেন, যাতে রাণী ভিক্টোরিয়া সপ্তম এওর্য়াড এবং পঞ্চম জর্জের মাথা নিচু হয়ে থাকে।

তিনি বলতেন, আহমাদ রেজার জুতোও ইংজেদের কাছারীতে যাবে না। বিরুদ্ধচারীরা অনেক চেষ্টা করেছে, মামলা দায়ের করেছে যেন যে কোন প্রকারে হোক তাঁকে কাছারীতে হাজির হতে হয়; কিন্তু প্রতিটি মামলায় হযরতকে অদৃশ্য সাহায্য হিফাজত করেছে, পক্ষান্তরে শত্রুদের ভাগ্যে জুটেছে বেদনাদায়ক অপমান।

হজ্জে বায়তুল্লাহ্

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বায়তুল্লাহ শরীফ হজ্জ এবং হারামাইন-শরীফাঈন এর যিয়ারত করেন। এ সফরে হিযাজবাসী ওলামা কেরাম তাঁর সম্মানে প্রাণঢালা অভিনন্দন

জানান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হুস্‌সামুল হারামাইন, আদ্‌দৌলাতুল মক্কীয়াহ, ক্বিফলুল ফক্বীহ প্রভৃতি কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। মক্কা মুয়ায্‌যমায় তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার প্রত্যক্ষ দৃশ্য শেখ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজেই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে-

"দলে দলে মক্কাবাসী ওলামা কিরাম তাঁর নিকট সমবেত হন। তাঁদের অনেকেই তাঁর নিকট 'ইজাযতের সনদ' (খিলাফত) প্রদানের জন্যে অনুরোধ করেন। তাছাড়া অন্যান্য ওলামা ও বুযর্গ ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতে আরম্ভ করেন। এভাবে অনেককেই মক্কায় ইজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বেরেলী শরীফ ফিরে এসে তথা থেকে ইজাযতের সনদ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।"

অতঃপর আ'লা হযরত প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা'র স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নেন। সেখানেও তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হযরত মাওলানা আবদুল করিম মুহাজিরে মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন যে- "আমি কয়েক বছর ধরে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্থান থেকে অসংখ্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ হজ্জে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আলিম, বুযুর্গ ও পরহেজগার ছিলেন। আমি যা লক্ষ্য করেছি তাঁরা মদীনা শহরের অলিগলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন, কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাত না; কিন্তু আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শান ছিল আশ্চর্যমন্ডিত। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে সেখানকার বুযর্গানে দ্বীন, ওলামা কিরাম দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের জন্য আসতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর সম্মানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

মদীনা পাকে সেখানকার অনেকেই হযরতের নিকট থেকে ইজাযত বা খিলাফত লাভ করেন। অনেককে মৌখিক ইজাযত দান করেন, অনেককে স্বস্থান বেরেলী শরীফ আসার পর সনদ প্রেরণ করেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মহান আশেকে রাসূলের প্রসিদ্ধি শুধু উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র আরব আজমেও তাঁর পরিচিতি। তৎকালীন সময়ই বিদ্যমান ছিল।

শৈশবেই খোদাভীতি

আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পবিত্র অন্তর আল্লাহ্‌ভীতিতে এতটাই সমৃদ্ধশালী ছিল যে, তিনি যখন ঐ বিষয়ে (খোদাভীতি সম্বলিত) কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি নিজে এমনকি শ্রোতাগণসহ সকলে এমনভাবে কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে হেচকী চলে আসত অর্থাৎ, জোরে ফুফিয়ে উঠতেন। ঐ সময় তিনি প্রায়ই বলতে থাকতেন যে, যার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হবে। সে সবকিছুই পেয়ে গেল। আবার কখনো বলতেন, যদি আল্লাহ এ অবস্থা দান করেন তবে এটা তার অনুগ্রহ আর না করেন তবে এটা তার ইনসাফ।

একবার তিনি শৈশবকালে রোযা রাখলেন, তখন গরমের সময় ছিল। আর সময়টি ঠিক দ্বি-প্রহর যখন হল, ক্ষুধা এবং পিপাসায় বড়দের অবস্থাই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর সম্মানীত পিতা তাঁকে একটি কামরায় নিয়ে গেলেন, সেখানে ফিরনীর পিয়ালা ছিল। অতঃপর কামরায় গিয়ে তাঁর পিতা দরজাটি বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, তুমি ফিরনী খেয়ে নাও। তখন আলা হযরত কিবলা বললেন, কীভাবে খাব ? আমি তো রোযা। বুযুর্গ পিতা ছেলের কষ্ট দেখে বললেন, শিশু বয়সে রোযা এমনই হয়, তুমি খেয়ে নাও, দরজাও বন্ধ আছে কেহ দেখবে না। তখন তিনি বললেন, কেহ না দেখলেও যার জন্য রোযা রেখেছি তিনি তো দেখছেন (সুবহানাল্লাহ)। এটা শুনে হযরতের সম্মানিত পিতার চোখে পানির ফোয়ারা বয়ে গেল এবং তাঁকে বাহিরে নিয়ে আসলেন।

নবী প্রেমের দৃষ্টান্ত

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অন্তরে ছিল হুজুরপাক সাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা'র সীমাহীন মহাব্বত। হযরতের আকিদা ছিল যে, হুজুর পাকের মহাব্বতই ঈমান বরং ঈমানের প্রাণ। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ আ'লা হযরত কিবলাকে সরাসরি দেখেছেন, তাঁর বরকতময় জিন্দেগীর পবিত্র অবস্থা গবেষণা করেছেন, তাঁর বক্তব্য শুনেছেন বা পড়েছেন অথবা তাঁর মজলিসে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন যে, তাঁর পবিত্র জিন্দেগীর প্রত্যেকটি পদচারণা হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা'র মুহাব্বতেই বিভোর ছিল, তাঁর বক্তব্য ছিল এশকে রাসূলের মুখপাত্র। তাঁর প্রত্যেকটি মজলিস ছিল হুজুর সাহেবে লাওলাক

এর মহাব্বতের মজলিস এবং তাঁর প্রত্যেকটি মাহফিল ছিল নবী প্রেমের উজ্জল আলোতে আলোকিত।

* হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র হাদীসসমূহের প্রতি এত অধিক ভক্তি ভালবাসা ছিল যে, যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন, ঐ সময় যদি কোন ব্যক্তি হাদীস ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতেন তবে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন এবং তার এ কাজটিকে তিনি আদবের পরিপন্থী বলতেন। হাদীসের কিতাবের উপর অন্য বিষয়ের কিতাব রাখা অপছন্দ করতেন এবং সর্বদা হাদীসের কিতাবকেই উপরে রাখতেন।

* পবিত্র মিলাদ শরীফের মাহফিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দু'জানু হয়ে (নামাজের মত) বসতেন। এমনিভাবে যখন তিনি নিজে ওয়াজ করতেন, দুই-তিন ঘন্টা আলোচনা করতেন তখনও তিনি দু'জানু হয়েই বসে ওয়াজ করতেন। মাহফিলে অযথা কিছু খাওয়া পছন্দ করতেন না। বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুতে হেলান দিয়ে বসাকে আদবের খেলাফ বলতেন।

নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণ

সুন্নাতে নববী তথা হুজুর পাকের আদর্শের অনুসরণের অবস্থা এই ছিল যে, জিন্দেগীর সারা বছরই তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতেন কখনো জামায়াত তরক করতেন না। এমনকি গরমের দিনেও তিনি সর্বদা ফরয নামায পাগড়ীসহ আদায় করতেন। মসজিদে যখনই তাশরীফ রাখতেন তখন ওযুসহ যেতেন। ঈমামের কিয়াম, বৈঠকে যদি ভুলের কারণে লুকমা দিতে হত, তবে সুবহানাল্লাহ বলতেন। কেননা তাই সুন্নাত। প্রত্যেক কাজ ডান হাতেই করতেন। মসজিদে যখন যেতেন, তখন শুধু মসজিদেই নয় বরং সর্বপ্রথম কাতারেই তাশরীফ রাখতেন। সকলকে তিনি আগে সালাম দিতেন। যে সকল উলামায়ে কিরাম আ'লা হযরতকে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনায় যে, তাঁর শোয়া, জাগ্রত অবস্থা, চলাফেরা এবং জিন্দেগীর প্রতিটি পদচারণা সুন্নাতে নববীর এমন বাস্তবায়ন ছিল যে, তার পবিত্র জিন্দেগী দেখে সাহাবায়ে কেরামগণের কথা স্মরণ হয়ে যেত।

জ্ঞানজগতে আ'লা হযরতের অবস্থান ও প্রতিপক্ষের অভিমত

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কলমের এমন শান ছিল যে,

তিনি কম বেশি পঞ্চাশটি বিষয়ের উপর কয়েকশত বড় বড় কিতাব রচনা করেছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন প্রস্রবন জারী করে দিয়েছেন যার থেকে আজও দুনিয়া তৃপ্তির সাথে উপকার গ্রহণ করছে। পক্ষের লোকতো পক্ষেরই। মুখালিফিনরাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, মাওলানা আহমাদ রেজা খাঁন সাহেব কলম সম্রাট ছিলেন। যে বিষয়ের উপর কলম ধরেছেন দ্বিতীয় কারোও কলম ধরার সাহস হয়নি। তাই এ মহান হাস্তী সম্পর্কে পক্ষের লোক তো আছেই, প্রতিপক্ষের কতিপয় পরিচিত মনীষীর অভিমত নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেন-

* আমার যদি সুযোগ হতো, তাহলে আমি মৌলভী আহমাদ রেজা খান বেরলভীর পিছনে নামাজ পড়ে নিতাম। (উসওয়ায়ে আকাবির- পৃঃ ১৮)

* তিনি আরো বলেন- "তাঁর সাথে আমাদের বিরোধিতার কারণ বাস্তবিক পক্ষে 'হুব্বে রাসূল' (নবীপাকের ভালবাসা)ই। তিনি আমাদেরকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী (গোস্তাখে রাসূল) মনে করতেন। (আশরাফুস্ সাওয়ানিহ্, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)

* যখন আ'লা হযরত ইহধাম ত্যাগ করেছেন, তখন কোন একজন মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকে সংবাদ দিলে শুনামাত্রই তিনি আ'লা হযরতের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাওলানা আহমদ রেজা খাঁনতো আপনাকে কাফের মনে করতেন। অথচ আপনি তাঁর মাগফিরাত কামনা করছেন। তিনি বলেন, আহমাদ রেযা আমাকে এজন্যই কাফের মনে করতেন, যেহেতু আমি তাঁর দৃষ্টিতে গোস্তাখে রাসূল ছিলাম। তিনি একথা জানার পরও যদি কাফের না বলেন, তিনি নিজে কাফের হয়ে যাবেন। (দৈনিক রাওয়ালপিন্ডি, ১লা নভেম্বর ১৯৮১)

আবুল আ'লা মওদুদী সাহেব বলেন-

মাওলানা আহমাদ রেজা খাঁন মরহুম মগফুর আমার দৃষ্টিতে একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও দূরদর্শীতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলিম মিল্লাতের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। যদিও তাঁর সাথে আমার কতিপয় বিষয়ে বিরোধ রয়েছে তবুও আমি তাঁর প্রভূতঃ দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করি। (আল মিযান, পৃঃ ১৬, সন-১৯৭৬ মুম্বাই ও মাকালাতে ইয়াওমে রেজা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৪০)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর ছেলে মাওলানা খলীলুর রহমান এর বক্তব্য-

১৩০৩ হিজরী সনে মাদ্রাসাতুল হাদীস, পীলীভেত এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জলসায় সাহারানপুর, লাহোর, কানপুর, জৌনপুর, রামপুর এবং বাজায়ুলের আলেমগণের উপস্থিতিতে মুহাদ্দীস-ই সুরতীর একান্ত ইচ্ছাক্রমে আলা হযরত হাদীস শাস্ত্রের উপর অনবরত তিন ঘন্টা যাবৎ সারগর্ভ ও সপ্রমাণ বক্তব্য রাখলেন। জলসায় উপস্থিত ওলামা কেরাম তাঁর বক্তব্য অবাকচিত্তে শ্রবণ করলেন এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন।

মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরীর পুত্র মাওলানা খলীলুর রহমান বক্তব্য শেষ হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আ'লা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন। আর বললেন, যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা থাকতেন তবে তিনি আপনার জ্ঞান সমুদ্রের মুক্তমনে প্রশংসা করতেন। আর তখন তাঁর এটা উচিতই ছিল। উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস সুরতী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গরী নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ এর প্রতিষ্ঠাতা তাঁর মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালেন। (মাক্কালা-ই-মাহমুদ আহমদ ক্বাদেরী প্রণেতা, তাযকিরাই ওলামাই আহলে সুন্নাত মাহনামাই আশরাফিয়া মুবারকপুর, ১৯৭৭)

হযরতের জ্ঞান সমুদ্রের শুধু একটি ঘটনা

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জ্ঞান সমুদ্রের ফয়জ এবং বরকত এমন ছিল যে, তাঁর খাদেমগণ এমনকি খাদেমদের ছোট ছোট বাচ্চারাও দ্বীনি মাসআলায় এমন ওয়াকিফহাল ছিল যে, তা দেখে কখনো কখনো বড় বড় উলামায়ে কেরামও আশ্চর্য হয়ে যেতেন। এক সময়ের ঘটনা, একজন অনেক বড় আলেম, যাকে হিন্দুস্থানের অনুসরণীয় আলেমদের সারীতে গণনা করা হত। তিনি আ'লা হযরতের মর্যাদা ও ইলমি যোগ্যতার প্রসিদ্ধীর কথা শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বেরেলী শরীফে তাশরীফ আনলেন। আর তখন আছর নামাজের সময় ছিল এবং জামাআত শুরু হয়ে গেল। মসজিদের কূপ হতে ঐ স্থানের একটি নাবালেগ বাচ্চা পানি ভরে রাখছিল। মাওলানা সাহেব তাড়াতাড়ি করে ঐ ছেলেটি থেকে পানি চাইলেন ওযু করার জন্য। ঐ ছেলেটি বলল, মাওলানা সাহেব আমার দেয়া পানিতে আপনার ওযু বৈধ হবে না। মাওলানা সাহেবের ঐদিকে জামাআতেও তাড়াতাড়ি শরীক হওয়া দরকার, বাচ্চাটির এ কথায় তাঁর খুব রাগ আসল এবং বললেন, যখন আমি পানি চাইলাম তুমি কেন আমাকে পানি দিলে না? বাচ্চাটি আরয করল- আমার পানি দেয়ার ইচ্ছা নাই এজন্য যে, আমি

নাবালেগ। এটা শুনে মাওলানা সাহেবের আরও বেশি রাগ আসল এবং বললেন, যে সকল লোক তোমার পানি ভর্তি পাত্র থেকে ওযু করে, তাঁরা কীভাবে করে? বাচ্চাটি বলল, হুজুর রাগ করবেন না। তাঁরা আমার কাছ থেকে পানি কিনে নেয়। মাওলানা সাহেবতো আলেম ছিলেন, তাঁর তখন মাসআলার কথা স্মরণ হল এবং তাড়াতাড়ি কূপ থেকে নিজে পানি বের করে ওযু করলেন এবং জামাআতে শরীক হলেন। নামাজ শেষ করে আ'লা হযরত এর পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে কদমবুছি করলেন এবং বললেন যে, হুজুর আমি তো আপনার বুযুর্গি ও ইলমের প্রসিদ্ধির কথা শুনেছিলাম মাত্র, কিন্তু এখানে হাজির হয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ দরগাহের খেদমতে নিয়োজিত নাবালেগ বাচ্চারাও মুফতী হয়ে যায়।

সৈয়দ বংশের প্রতি সম্মান

একবার আলা হযরত কিবলার ঘর তৈরির কাজে সাহায্যের জন্য একজন কর্মচারী প্রয়োজন হল। এক কম বয়সের ছেলেকে কর্মচারী হিসেবে রাখলেন। তখন আলা হযরত কেবলা বুঝতে পারলেন যে, এই ছেলেটি সৈয়দ বংশের (নবী বংশের)। তিনি তৎক্ষণাৎ পরিবারের সকলকে খুব তাকিদ দিয়ে বলে দিলেন যে, সাবধান ! এই ছেলে থেকে কোন খেদমত যেন লওয়া না হয়। কেননা সে নিজেই মাখদুম (খেদমত পাওয়ার অধিকারী) তাঁকে খাবার, কাপড় যা প্রয়োজন হয় তাড়াতাড়ি উপস্থিত কর এবং তাঁর জন্য যে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল তা এখনই তাঁর সামনে পেশ কর এবং যতক্ষণ এই সাহেবজাদা এখানে থাকেন তাঁর হুকুম যেন পালন করা হয়। অনুরূপ আরও অনেক ঘটনাই রয়েছে।

কারামত

১। বেরেলী শরীফে তথাকথিত মুক্ত চিন্তার অধিকারী এক লোক ছিল। যে পীরী-মুরিদীকে পেট পূঁজার এক প্রতারণা বলত। তার বংশের কিছু লোক আলা হযরত কিবলার মুরীদ ছিলেন। এক দিন তাঁরা এই মুক্ত বুদ্ধির লোকটিকে চাপ দিল যে, চল আলা হযরত কিবলার সাথে সাক্ষাত করি। যেন এ সকল বদ খিয়াল তোমার অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই সে তাঁদের সাথে যেতে লাগল। যাওয়ার সময় রাস্তায় এক হালুয়ার দোকানে গরম গরম আমিরতি (মিষ্টি জাতীয়) বানানো হচ্ছে দেখল। সে তাঁদেরকে বলল যে, আমাকে যদি আমিরতি খাওয়াও তবে আমি যাব। সাথীরা বললেন, ভাল কাজে দেরী করতে নেই, তাড়াতাড়ি চল। ঘুরে আসার পথে খাওয়াব। এ কথার উপর ওয়াদা নিয়েই

রওয়ানা হল এবং আ'লা হযরতের দরবারে এসে বসে গেল। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি হযরতের নিকট বায়াত হওয়ার জন্য হাজির হল এবং টুকরিতে করে গরম গরম আমির্‌তি এনে সামনে রাখল। তা ফাতেহা করার পর বন্টন করা হল। আ'লা হযরতের এ ব্যাপারে আমল ছিল যে, তিনি দাঁড়িওয়ালাদেরকে দুই ভাগ এবং দাঁড়িবিহীন লোকদেরকে বাচ্চাদের ন্যায় এক ভাগ করে বন্টন করতেন। এজন্য ঐ মুক্ত বুদ্ধির অধিকারীর ভাগেও একটি আমির্‌তিই পড়ল। কেননা তারও দাঁড়ি ছিল না। আ'লা হযরত তখন বললেন, তাকে দুইটি আমিরতিই দাও। তখন লোকজন বললেন, হুজুর তার তো দাঁড়ি নেই। তিনি বললেন, তার অন্তরে গরম গরম আমির্‌তি খাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তখন তাকে দুইটিই দিয়ে দেয়া হল। আ'লা হযরত কিবলার এ কারামত দেখে তার এমন পরিবর্তন আসল যে, কিছু দিনের মধ্যেই দ্বীনদার হয়ে গেল এবং উলামা-মাশায়েখদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল।

২। একজন মহিলা যিনি আ'লা হযরত কিবলার মুরীদ ছিলেন। একদিন তিনি হযরতের নিকট হাজির হয়ে আরয করলেন যে, হুজুর ! আমার স্বামী পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। মানি অর্ডার ভুল জায়গায় বন্টন করার অভিযোগে তার সাজা হয়েছিল। এলাহাবাদে আপীল করা হয়েছে। এর ফায়সালার তারিখ নিকটবর্তী। কিছু পড়ার জন্য বলে দিন, যেন তিনি মুক্ত হয়ে যান। হুজুর দোয়া করলেন এবং বললেন حسبنا الله و نعم الوكيل (হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল) এটি বেশি বেশি পড়তে থাক, এমনি করে মহিলাটি কয়েকবারই হাজির হলে তিনি এ দোয়াটিই বেশি বেশি পড়তে বললেন। এমনকি ফায়সালার তারিখ এসে গেল এবং মহিলাটি আবার হযরতের দরবারে আসলেন এবং আরয করলেন, হুজুর আজই ফয়সালার তারিখ। তিনি বললেন, বলে তো দিয়েছিই যে, এই দোয়াটি পড়তে থাক। আমি কী আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করব নাকি ? এটা শুনে মহিলা মুরীদটি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন এবং বললেন, নিজের পীরই যখন শুনলেন না, তখন আর কে শুনবে। তাঁর এ অবস্থা দেখে আ'লা হযরত তাকে সান্তনা দিলেন এবং ছোট করে বললেন মুক্ত হয়ে তো গেছে। আ'লা হযরতের জবান থেকে একথা শুনে খুশীর সীমা রইল না। যখন বাড়ীর নিকটে মহিলাটি পৌঁছল, বাচ্চারা দৌড়ে এসে বলল, আপনি কোথায় ছিলেন, টেলিগ্রামওয়ালা তো আপনাকে খোঁজে ফিরে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে টেলিগ্রাম নিল এবং তা পড়ে জানতে পাড়ল যে, স্বামী মুক্ত হয়ে গেছে।

৩। এক ব্যক্তি হুজুরের নিকট এসে আরয করল যে, হুজুর আগামী দিন আমার গরীবখানায় খাবার গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলেন, পরদিন গাড়ী আসল এবং আ'লা হযরত তাঁর বাড়ীতে গেলেন। মাওলানা জাফর উদ্দীন বিহারীও হযরতের সাথী হিসেবে গিয়েছিলেন। যখন খাবার সামনে আসল দেখলেন তরকারি হিসেবে শুধু ভুনা গোশত। তাও আবার গাভীর গোশত ছিল। মাওলানা জাফর উদ্দীন সাহেবের মনে চিন্তা আসল যে, গাভীর বুনা গোশত তো আ'লা হযরত কিবলার জন্য ক্ষতিকর। তিনি কীভাবে আহার গ্রহণ করবেন? তৎক্ষণাৎ আ'লা হযরত কিবলা বলে উঠলেন যে, হাদীস শরীফে রয়েছে যে, যখন

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الارض و لا فى السماء و هو السميع العليم

(বিসমিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইস্‌মিহী শাইয়ুন্ ফিল-আরদ্বি ওয়ালা-ফিস্‌সামা-ই ওয়াহুয়াস্ সামি-উল আলীম) পড়ে কোন মুসলমান কিছু খায়, তখন আর তা কখনো ক্ষতিকর হয় না। মাওলানা জাফর উদ্দীন সাহেব কিবলা বলেন যে, এটা ছিল আমার অন্তরে সৃষ্ট চিন্তার জওয়াব।

বিদায়নামা

বেসাল শরীফের দুই দিন পূর্বে আ'লা হযরত কিবলা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার এনে শিরা দেখতে বললেন। ডাক্তার সাহেব শিরা (নাড়ী) খুঁজে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন কী অবস্থা? ডাক্তার সাহেব বললেন, দুর্বলতার কারণে তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে হযরত জিজ্ঞাসা করলেন আজকের দিনটি কোন দিন? বলা হল, বুধবার। আ'লা হযরত বললেন, জুমআ আগামী পরশু দিন। বেশ কিছু পরে জবান মোবারক থেকে শুনা গেল حسبنا الله و نعم الوكيل (হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল) কালেমাটি পড়ছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে পরিবারবর্গ সকলে জাগ্রত থাকার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন রাত্রে জাগ্রত থাকার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বললেন, যদি হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে যায়। তা শুনে হযরত কিবলা বললেন, আল্লাহ চাহে তো আজ ঐ রাত নয় যা তোমরা চিন্তা করছ, তোমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়। রাত্রি অতিবাহিত হল। ভোরবেলা তিনি বললেন, আজ শুক্রবার। আবার বললেন গত জুমায় ছিলাম চেয়ারের উপর, আজ থাকব খাটিয়ার উপর। অতঃপর আবার বললেন, আমার কারণে জুমআর নামাজে যেন দেরী করা না হয়। অতঃপর সফরের (মৃত্যুর) জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলেন। জমি-জমা সম্পর্কিত

ওয়াক্‌ফনামা পরিপূর্ণ করলেন। সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ আলাদা করে রাখলেন। বাকী উত্তরাধিকার শরয়ী কানুন মোতাবেক আওলাদদের জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত অসীয়তনামা বললেন-

১। অন্তিম মুহূর্তের সময় কার্ড, খাম, রূপিয়া, পয়সা বা এমন কোন বস্তু যেন দেওয়ালে বা সামনে না থাকে, যাতে কোন ছবি থাকে।

২। অপবিত্র অবস্থায় কোন লোক বা ঋতুস্রাবওয়ালা কোন মহিলা যেন না আসে।

৩। কোন কুকুর এখানে আসতে দিবে না।

৪। সূরা ইয়া-সীন এবং সূরা রাদ আওয়াজ দিয়ে পড়তে থাকবে।

৫। কালিমায়ে তৈয়্যেবাহ আওয়াজ করে সীনায় দম আসা পর্যন্ত পড়তে থাকবে।

৬। কেহ যেন উঁচু আওয়াজে কথা না বলে।

৭। কোন কান্নাকাটি করা ছোট বাচ্চা এখানে আসতে দিওনা।

৮। অন্তিম সময়ে আমার এবং তোমাদের জন্য দোয়ায়ে খায়র করতে থাক।

৯। কোন খারাপ কথা জবান থেকে যেন বের না হয়, যেন ফেরেশতারা আমিন না বলে ফেলে।

১০। অন্তিম সময় বরফের অথবা খুব ঠান্ডা পানি পান করাবে।

১১। রূহ কবয হওয়ার পর بسم الله و على ملة رسول الله (বিসমিল্লা-হি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ) বলে নরম হাতে চোখগুলো বন্ধ করে দিবে এবং এটি পড়েই হাত এবং পা সোজা করে দিবে।

১২। গোসল এবং অন্যান্য কাজগুলো সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করবে।

১৩। জানাযায় যেন শরয়ী কারণ ছাড়া দেরী না করা হয়।

১৪। জানাযা উঠানোর সময় সাবধান কোন আওয়াজ যেন না হয়।

১৫। জানাযার সামনে আমার প্রশংসামূলক কোন শের কখনো যেন গাওয়া না হয়।

১৬। কাফনের উপর যেন কোন পশমী চাদর না দেওয়া হয়।

১৭। এমনিভাবে কোন কাজ যেন খেলাফে সুন্নাত না হয়।

১৮। কবরে খুব ধীরে ধীরে নামাবে, ডান করটে (পার্শ্বে) ঐ দোয়াটি পড়েই শুয়ায়ে দিবে এবং পরে নরম মাটি দিয়ে ভরাট করে দিবে।

১৯। কবর তৈরিতে বিলম্ব হলে কবর তৈরি করা পর্যন্ত এই দোয়াটি পড়বে-

سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اكبر اللّٰهم ثبت
عبيدک هذا بالقول الثابت بجاه نبيک صلى الله عليه و سلم

(সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা ছাব্বিত উবাইদাকা হাজা বিল ক্বাওলিছ্ ছাবিতি বিজাহি নাবিয়্যিকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২০। কোন শস্য বা ফলমূল কবরের উপর নিয়ে যাবে না। এগুলোকে বন্টন করে দিবে। যেন কবরস্থানে শুরগোল না হয় এবং কবরের অসম্মান না হয়।

২১। দাফনের পরে মাথার দিকে الم থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে امن الرسول থেকে এ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়বে।

২২। দাফনের পর (মাওলানা শাহ) হামিদ রেজা খাঁন সাহেব সাতবার উঁচূ আওয়াজে আযান দিবে।

২৩। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা আমার সামনাসামনি (মুখের নিকট) তিনবার তালকীন করবে।

২৪। দেড় ঘন্টা পর্যন্ত আমার মুখোমুখি দরুদ শরীফ এরূপ আওয়াজে পড়তে থাকবে যেন আমি শুনতে পাই। পরে আমাকে দয়াময় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে চলে আসবে। আমার দু'জন প্রিয়ভাজন বা বন্ধু মনোনীত করে তিন রাত তিন দিন পূর্ণ প্রহরার সাথে আমার মুখের দিকে কুরআন মাজীদ এবং দরূদ শরীফ আওয়াজ করে একটানা পড়তে থাকবে। আল্লাহ চাহে তো ঐ নতুন স্থানে আমার মন বসে যাবে।

২৫। আরও অসিয়ত করেছেন যে, গরীব-মিসকীনদেরকে ফাতেহা করে যেন পালা করে খাবার খাওয়ানো হয়। তবে সুন্নাতের খেলাফ যেন না হয়।

আর উল্লেখিত অসীয়তটুকু আমার (লেখকের) পক্ষ হতেও পূর্ণ বাস্তবায়ন করার জন্য আমার সুহৃদগণের নিকট আরজ রইল।

ওফাত শরীফ

আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ওফাত শরীফ হয়েছিল ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ, জুমআ বার

(শুক্রবার) বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে বেরেলী শরীফে।

দিনের ২টা বাজার আর ৪ মিনিট বাকী ছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সময় কত? কেউ আরয করল ২টা বাজার ৪ মিনিট বাকী। বললেন, ঘড়ি রেখে দাও। ফটো সরিয়ে দাও। সকলে চিন্তামগ্ন এখানে তাসবীর তথা ফটো (কোথায়)! আবার তিনি নিজে থেকেই বললেন, এ রূপিয়া, পয়সা, কার্ড, খাম। অল্প কিছুক্ষণ চুপ থেকে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত হামিদ রেজা খাঁন সাহেবকে বললেন যে, ওযু করে কুরআন শরীফ লও। এখনো তিনি ফিরে আসেননি। এদিকে হুজুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ মোস্তফা রেযা খাঁন সাহেবকে বললেন, এখন বসে কি করছ? সূরা ইয়াসীন ও সূরা রা'দ শরীফ তিলাওয়াত কর। হুজুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ তিলাওয়াত শুরু করলেন। এখন পবিত্র হায়াতের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। তখন আ'লা হযরত কিবলা এমন মনোযোগের সহিত তিলাওয়াত শুনতে ছিলেন, যে আয়াত স্পষ্টভাবে শুনেননি তা তিনি নিজেই তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিতেন। সাইয়্যেদ মাহমুদ জান সাহেব আসলেন। হযরত কিবলা দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন সাইয়্যেদ সাহেবের সাথে মুসাফাহা করলেন। সফরের দোয়াগুলো পড়লেন, এমনকি অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী পড়লেন। অতঃপর কালিমায়ে তায়্যিবাহ لا اله الا الله محمّد رسول الله পড়লেন। শেষ নিঃশ্বাস যখন বক্ষে এসে পড়ল পবিত্র ওষ্ঠদ্বয়ের স্পন্দন এবং যিকরে পাস আনফাস করার মাত্রা শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ চেহারা মোবারকের উপর নূরের একটি আলোকরশ্মি চমকে উঠল, যাতে প্রতিফলন ছিল যেমনিভাবে আয়নার উপর পতিত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। এ আলোকরশ্মি অদৃশ্য হতেই সেই নূরানী রূহ পবিত্র শরীর থেকে উড়ে গিয়েছিল। انا لله و انا اليه راجعون

বারগাহে রেসালাতে তাঁর মর্যাদা

হুজুর কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আ'লা হযরতের গ্রহণযোগ্যতা কেমন ছিল, তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়।

মাওলানা আব্দুল আযীয মুরাদাবাদী যিনি দারুল উলুম আশরাফিয়া, আযমগড় এর শিক্ষক ছিলেন তিনি আজমীর শরীফ দরগাহর সাজ্জাদানশীন দিওয়ান সাইয়্যেদ আলে রাসূল সাহেবের সম্মানিত চাচা হতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন ১২ রবিউস্‌সানি, ১৩৪০ হিজরী। একজন সিরিয়াবাসী বুযুর্গ দিল্লীতে তাশরীফ আনলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বড়ই শান-শওকতপূর্ণ বুযর্গ ছিলেন তিনি। মন-মানসিকতায় স্বাবলিলতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। মুসলমানগণ ওই আরবীয় বুযর্গের খিদমত করার নিমিত্তে নযরানা পেশকরতে লাগল। কিন্তু তিনি তা ক্বুবুল করতে অস্বীকার করছিলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আমি আর্থিকভাবে সচ্ছল। এ সবের প্রয়োজন নেই। এটা সত্যি আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত সফর করছেন অথচ কোন অভাববোধ করছেন না। আরয করলেন, এখানে তাশরীফ আনার কারণ কী? তিনি বললেন, উদ্দেশ্য তো বড়ই উঁচুমানের ছিল। কিন্তু হাসিল হলো না, আফসোস!

ঘটনা হচ্ছে এ যে, ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী আমার সৌভাগ্য জেগে উঠল। স্বপ্নে আমার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হল। দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ রাখলেন। সাহাবায়ে কেরাম মহান দরবারে উপস্থিত আছেন; কিন্তু মজলিসে নিরবতা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল কারো জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমি রাসূলে পাকের দরবারে আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! কার জন্য অপেক্ষা? এরশাদ ফরমালেন, আহমাদ রেযার জন্য এ অপেক্ষা। আরয করলাম, কে সে ? এরশাদ হলো, হিন্দুস্থানের বেরিলীর বাসিন্দা। স্বপ্ন ভাঙার পর খোঁজ নিলাম। জানতে পারলাম, মাওলানা শাহ আহমাদ রেযা খুবই উঁচু মানের একজন আলেম। তিনি জীবিত আছেন। তাই সাক্ষাতের দারুন আগ্রহ নিয়ে বেরেলী শরীফ পৌঁছেছি। এসে জানতে পারলাম যে, তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আর ওই ২৫ সফরই তার মৃত্যুকালের তারিখ ছিল। তাঁর সাথে সাক্ষাতের অদম্য আগ্রহে এ দীর্ঘ সফর করলাম কিন্তু আফসোস! সাক্ষাত করতে পারলাম না।

এ মহান মনীষী ইন্তেকালের ৪ মাস বাইশ দিন পূর্বে কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াত দ্বারা নিজের ওফাতের তারিখ নির্বাচন করেন ১৩৪০ হিজরী। আয়াতটি হল-

﴿وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ﴾

অর্থাৎ জান্নাতে লোকেরা পূণ্যবানদের চতুপার্শ্বে রৌপ্য প্লেইট এবং গ্লাস নিয়ে প্রদক্ষিণ করবে।

গোসল শরীফ, কাফন ও নামাযে জানাযা

হযরত কিবলার কবর শরীফ খনন করেন সৈয়্যদ আযহার আলী সাহেব। সদরুশ শরীয়ত মুফতী আমজাদ আলী সাহেব অসয়ীত অনুযায়ী গোসল দিলেন। হাফেজ আমির হোসেন সাহেব মুরাদাবাদী তাঁর সহযোগী ছিলেন। মাওলানা সৈয়্যদ সোলায়মান আশরাফ ছাহেব, সৈয়দ মাহমুদ জান সাহেব, সৈয়্যদ মমতাজ আলী সাহেব ও জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রেযা খাঁন ছাহেব প্রমুখ পানি ঢেলে ধৌত করার দায়িত্ব পালন করেন। জনাব হাকিম রেযা খাঁন সাহেব, জনাব লিয়াকত আলী খাঁন সাহেব রেজভী এবং মুন্সী ফেদা ইয়ারখাঁন রেজভী সাহেব পানি সরবরাহ করেন। মুফতীয়ে আযম হিন্দ মোস্তফা রেযা খাঁন ছাহেব অসীয়ত মোতাবেক দোয়া দরূদসমূহ উপস্থিত লোকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ্ হামেদ রেযা খাঁন ছাহেব কপালের সিজদা স্থানে কাপুর লাগিয়ে দেন। ছদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী সাহেব কাফন শরীফ বিছালেন। গোসল কাফনের পর দর্শনের সুযোগ দেয়া হয়। অতঃপর ঈদগাহে বিশাল জানাযা সম্পাদন করেন বাহারে শরীয়ত গ্রন্থ প্রণেতা মুফতী আমজাদ আলী রেজভী সাহেব (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম)।

মাজার শরীফ

বেরেলী শরীফ শহরের সওদাগরাঁ মহল্লায় দারুল উলূম মানজারুল ইসলাম এর উত্তর পাশে এক আলীশান দালানের অভ্যন্তরে তাঁর মাজার শরীফ। তাঁর ওরস শরীফ; যা শরীয়তেরই প্রতিচ্ছবি, প্রতি বছর ২৫শে সফর অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সারা ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিক থেকে প্রসিদ্ধ ওলামা, খতীব ও পীর মাশায়েখ শরীক হয়ে ধন্য হয়ে থাকেন।

সুবহানী ইরশাদাত

মুর্শিদে বরহক হযরত কিবলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত কিবলার বরকতময় নাম

মোহাম্মদ ছোবহান রেজা খাঁন ওরফে ছোবহানী মিয়া।

গৌরবময় বংশধারা

মোহাম্মদ ছোবহান রেজা খাঁন ইবনে রায়হানে মিল্লাত হযরত আল্লামা রায়হান রেজা খাঁন ইবনে মোফাচ্ছেরে আজম হিন্দ হযরত আল্লামা মোহাম্মদ ইব্রাহীম রেজা খাঁন ইবনে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা মোহাম্মদ হামেদ রেজা খাঁন ইবনে মোজাদ্দেদে আজম আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন মোহাদ্দেসে বেরীলী কুদ্দিসাত আসরারহুম।

শুভ জন্মক্ষণ

২ জুন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ (শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট অনুযায়ী)

জন্মস্থান

খাজা কুতুব মহল্লা বেরেলী শরীফ, ভারত।

বিসমিল্লাহ শরীফ সবক

মাশায়েখে কেরাম ও বংশীয় রীতি মাফিক তাঁর বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন হয়, তখন তাঁর প্রথম সবকের অনুষ্ঠান করা হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেন্দ্র জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলামই হল সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রেজভীয়া পরিবারের অগণিত মহান ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত করে দ্বীন ও মিল্লাতের অত্যন্ত মূল্যবান খেদমত করে আসছেন। সুতরাং তিনি অল্প বয়সেই এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে অধিক আগ্রহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে শিক্ষার স্তরসমূহ সমাপ্ত করতে লাগলেন। এভাবে তিনি আহলে সুন্নাত

ওয়াল জামায়াতের কেন্দ্রের সুযোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক মহোদয়ের নিকট নাহু, ছরফ, মানতিক, দর্শন, ইলমে মায়ানী, ইলমে বয়ান, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, হাদীস এবং প্রচলিত অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এমনকি উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও তিনি যুগের চাহিদা অনুযায়ী হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় এবং যুগোপযোগি জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন।

সমাপ্তি সনদ

প্রচলিত জ্ঞান ও বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের পর ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জামেয়াতুর রেজা হতে শিক্ষা সমাপ্তির সার্টিফিকেট অর্জন করেন।

শুভ বিবাহ

আলী জনাব কাউসার খাঁন এডভোকেটের শাহজাদী আলীয়া তাবাচ্ছুম বেগম এর সাথে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে শুভ বিবাহ সম্পাদন হয়।

সম্মানিত আওলাদবর্গ

তাঁর দুই ছেলে (১) হযরত মাওলানা ইহসান রেযা খাঁন। যিনি খানকায়ে রেজভীয়ার যুবরাজ এবং ইউ.পি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড লক্ষ্ণৌ এর সাবেক চেয়ারম্যান। (২) আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাছান রেজা খাঁন, যিনি নূরী মিয়া নামে পরিচিত। আর ছুফিয়া নূরী নামে তাঁর একজন কন্যা সন্তানও রয়েছে।

মহান সাজ্জাদানেশীন দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান

১৮ রমজানুল মুবারক ১৪০৫ হিজরী মোতাবেক ৮ জুন ১৯৮৫ ইং শনিবার হযরত রায়হান মিল্লাত (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর বেছাল শরীফের শোকাবহ পর্বের পর হুজুর আহসানুল উলামা হযরত সাইয়্যেদ মোস্তফা হায়দার হাছান মিয়া মারহারাভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) যিনি খানকায়ে আলীয়া বরকরীয়া মারহারা শরীফের সাজ্জাদেনেশীন পীর সাহেবের মোবারক হাত দ্বারা ওলামা-মাশায়েখদের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ছোবহান রেজা খাঁন ছোবহানী মিয়া এর মাথা মোবারকে খানকায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেজভীয়া হামেদীয়া নূরীয়া জীলানীয়া রহমানীয়া এর সাজ্জাদানেশীনের মুকুট পরানো হয়। এর সাথে জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম এর পরিচালনা ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব, রেজা মসজিদের মুতওয়াল্লী এবং অন্যান্য ওয়াক্‌ফ এর রক্ষণাবেক্ষণের

মহান দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্তির পর হতে অদ্যাবধি আলহামদুলিল্লাহ তিনি ঐ সকল জিম্মাদারী সুচারুরূপে পালন করে আসছেন, এমনকি এই পঁচিশ বছরে ঐ সকল কর্মসমূহের মাঝে দূর্লভ কর্ম সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া যে, ১৪০৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৫ ইং হতে ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০১৩ইং পর্যন্ত তাঁর সাজ্জাদানেশীনের মোট ২৮ বছর পূর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তার হায়াতে বরকত দান করুক এবং ভবিষ্যত জীবনে উন্নতি প্রদান করুক। আমিন বিজাহে নাবী কারীম আলাইহি আফদ্বালুস সালাত ওয়া তাছলীম।

হযরত কিবলার ২৫টি নূরানী ইরশাদ

(১) আমার জীবনের শেষ রক্ত ফোটা থাকা পর্যন্ত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইশকের পয়গাম ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকব।

(২) তোমরা (প্রশাসন) চাইলে গুলি চালাও। তবুও আমি ছোবহান রেযা আমার মালিকের জুলুছ করেই যাব।

(৩) তোমরা আমাকে গুলিই কর আর মোকাদ্দমাই কর না কেন, তথাপি আমি আমার রাসূলের এ জুলুছে মোহাম্মদী এ তারিখেই করে যাবো।

(৪) ইশকে নবীর পবিত্র সংবাদ প্রচার-প্রসার করা এবং মসলকে আ'লা হযরতের খেদমত করা এবং এর প্রসার করা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

(৫) খানকায়ে আলীয়া রেজভীয়া এর সম্মান ও মর্যাদার হেফাজত করার জন্য আমার সবকিছু কোরবানী করতেছি।

(৬) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজ্জতই আমার ইজ্জত।

(৭) বর্তমান সময় ইসলামী শরীয়তের সংরক্ষণকারী খানকা সমূহ ঐক্যবদ্ধ হওয়া সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন।

(৮) খানকায়ে মারহারা শরীফ আমাদের পিতা ও দাদাদের পীরখানা। এজন্য এখানে এসে মনে হয় স্বজনদের মাঝেই এসেছি।

(৯) যখন আমি নিজে অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর আসা কোন বিপদের কারণে ফেসে যাই, তখন মারহারা খানকা শরীফে চলে যাই। এতে আমার সকল বিপদ দূর হয়ে যায়।

(১০) আ'লা হযরতের স্মারক জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলামের দালান উন্নয়ন এবং এর জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমার ঘরের অধিক মূল্যবান বস্তুও সর্বদা হাজির।

(১১) আজ কথা নয়, কাজের প্রয়োজন।

(১২) আমরা এখানে জাতির খেদমতের জন্যই বসেছি। তাই আমরা সেবাগ্রহণকারী নয় বরং খাদেম।

(১৩) মানজারে ইসলামের ফতোয়া বিভাগ হতে ফতোয়া দলীল ভিত্তিক ও যাচাইকৃত হওয়া চাই।

(১৪) জাতি, সম্প্রদায়, দ্বীন এবং মাযহাবের খেদমতকারী যোগ্য আলেমই আমার নির্বাচিত ব্যক্তি।

(১৫) পরিশ্রমী, সাহসী এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে আগ্রহী নেককার ও আদববান ছাত্ররাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হওয়ার যোগ্য।

(১৬) আমার জটিল থেকে জটিলতর কোন কাজ সমাধানের জন্য রেজভীয়া গম্বুজে বিশ্রাম নিয়ে বুজুর্গগণের রুহানী হস্তক্ষেপের দ্বারা মুহূর্তের তন্দ্রাভিভূত হওয়াই সম্পূর্ণ সমাধানের মাধ্যম হয়ে যায়।

(১৭) পৃথিবীর সকল সুন্নী প্রতিষ্ঠান আমারই প্রতিষ্ঠান এবং আহলে সুন্নাতের সকল ব্যবস্থাপনা আমারই ব্যবস্থাপনা।

(১৮) আজকের বিপদ সম্মুখ যুগে হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ বিশেষকরে নতুন প্রজন্ম খুব হুশিয়ারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১৯) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্য সাহায্যের স্থলে সরকারে কায়নাতের সাহায্যের উপর নির্ভর করা চাই।

(২০) আমরাতো আমাদের জীবন যেমন তেমন অতিবাহিত করলাম। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রেক্ষাপট আমাদের নব প্রজন্মের এই অবস্থায় নিজ মাজহাব ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপর দৃঢ় থেকে জীবন বাঁচানো চিন্তার বিষয়।

(২১) ওহাবী ও দেওবন্দীদের চেহারা দেখে স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।

(২২) বক্তব্য প্রদানকারীদের ভাষণ হেকমত, সৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং বিষয় ভিত্তিক হওয়া চাই।

(২৩) মাজহাব ও মসলকের আদর্শ ঠিক রেখে ধর্মীয় কল্যাণে জাতি ও সম্প্রদায়ের

নেতৃত্বের জন্য উলামাদের অংশ গ্রহণ চাই।

(২৪) জ্ঞান ও জ্ঞানীদের খেদমত করা আমার বংশ ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য।

(২৫) আজ আমাদের নিজ স্বার্থ ও মতানৈক্যের উর্ধ্বে ওঠে ধর্ম ও মসলকের খেদমত করা প্রয়োজন।

সাজ্জাদানেশীনের মহান দায়িত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ

রেজা মসজিদ

(১) হুজুর মুফতীয়ে আযম হিন্দের সময়ই হুজুর রায়হানে মিল্লাতের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও তাওয়াজ্জুর দ্বারা রেজা মসজিদ প্রশস্তের নকশা তৈরী করে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আর এই মনোরম নকশা মোতাবেক হযরত রায়হান মিল্লাত এর ইন্তেকাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ কাজ হয়েছে। কিন্তু এরপরেও সাজ-সজ্জা ও অলংকারের অনেক কাজ বাকী ছিল। অতএব হুজুর সাজ্জাদানেশীন নিজ বুযুর্গদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করে রেযা মসজিদের সম্পূর্ণ বিছানাকে উত্তম ও দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান টাইলস বসিয়ে সুন্দর ও মনোরম করেছেন।

(২) রেযা মসজিদের আকাশচুম্বি ও সুসজ্জিত মিনার নির্মাণ করেন।

(৩) মসজিদে আগমনকারী মুসল্লীদের প্রশান্তি ও আরামের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে সম্পূর্ণ মসজিদকে এয়ারকন্ডিশন করেন।

(৪) খানকায়ে রেজভীয়াতে আগমনকারী সকলেই ভালভাবে অবগত আছেন যে, এখানে আগমনকারীদের ও মানজার ইসলামের ছাত্রদের অজু, গোছল করার কি পরিমাণ পেরেশানী ছিল। অতএব, হুজুর সাজ্জাদানেশীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমান ও আ'লা হযরতের মেহমানদের এ পেরেশানী দেখে প্রায় ২০ লক্ষ রুপি ব্যয় করে রেযা মসজিদের সম্মুখে পুরাতন ও ওয়াকফকৃত স্থানকে হস্তগত করেন। এ স্থানটি হিন্দুস্থান বন্টনের পর মহকুমা কাছটুডাই এর অন্তর্গত ছিল। অতঃপর অমুসলিম এক ব্যক্তির অধীনে ছিল এবং এ স্থানের ব্যাপারে দীর্ঘদিন মামলা চলছিল। হুজুর সাজ্জাদানেশীন মানজারে ইসলাম ও রেযা মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত উক্ত স্থানটি শেষ পর্যন্ত নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করেন। লক্ষ রুপী খরচ করে এর অর্ধাংশ গোছলখানা ও ওযুখানা এবং বাকী অর্ধাংশ পাকের দু'টি ঘর নির্মাণ করেন। নিশ্চয় হুজুর সাজ্জাদানশীনের পদক্ষেপ তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। যাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রশংসা ও অবদানের দৃষ্টিতে দেখে আসবে।

মানজারে ইসলাম মাদ্রাসা

সাজ্জাদানেশীনের সময়ে মানজারে ইসলামকে বিশেষ সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করে তাঁর কীর্তির স্মারক রেখেছেন। তাছাড়া তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেন্দ্রে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সুন্দর বৃদ্ধি করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার কিঞ্চিত নিম্নরূপ-

(১) হযরত রায়হান মিল্লাতের সময় হতে মানজারে ইসলামের পাঠদানের মাত্র দু'টি বিল্ডিং ছিল। ছাত্র আধিক্যের কারনে ইহা অপ্রতুল ছিল। অতএব, স্থানের সংকীর্ণতা অনুভব করে হুজুর সাজ্জাদানেশীন নতুন আঙ্গিকে ঐ পাঠ দানের বিল্ডিংয়ের উপর তৃতীয় তলা সম্প্রসারণ করেন।

(২) আফ্রিকানদের বাসস্থানকে সৌন্দর্য করার সাথে সাথে ছাত্রদের বাসস্থানের জন্য তিনি ছোবহানী ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন।

(৩) পাঠদানের বিল্ডিং এর সম্পূর্ণ দেয়ালকে মূল্যবান সুন্দর টাইলস দ্বারা সুন্দর্যমন্ডিত করেন।

(৪) পাঠশালার সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী রাখার এবং ছাত্রদের আরামের জন্য পাঠ দানের সম্পূর্ণস্থানে আকর্ষনীয় মনোরম এবং অতি মূল্যবান মখমলী গালিচা বিছিয়ে দিয়েছেন।

(৫) জামেয়ার পুরাতন লাইব্রেরী কুতুবখানায়ে রেজভীয়াতে এক বছরে লাখো রুপীর অধিক ব্যয় করে নতুন পাঠ্য কিতাব ছাড়াও অনেক প্রয়োজনীয় কিতাব ক্রয় করেন।

(৬) জামেয়ার মান উন্নয়নের জন্য যোগ্য, মেধাবী, পারিশ্রমিক, স্পন্দনশীল, কর্মী যুবক শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এজন্য গত দু'বছরে নতুন কর্মসূচী গ্রহন করে তা বাস্তবায়ন করেন।

(৭) শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে উপকারী ফলদায়ক এবং বাস্তবমুখী করার জন্য এক শিক্ষাবর্ষে ৩টি পরীক্ষা চালু করেন। এর মধ্যে ত্রৈমাসিক ও ষন্মাসিক পরীক্ষা লিখিত আকারে আর বার্ষিক পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক উভয় ভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ছাত্রদের মাঝে লিখিত ও মৌখিক দক্ষতার জন্য উর্দু, আরবী এবং ইংরেজী তিন ভাষায় দেয়ালিকা ম্যাগাজিন প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করে দেন এবং সাপ্তাহিক বক্তৃতা চর্চার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(৮) রান্না ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য এবং শৃংখলার জন্য বিশেষ রাজকীয় নজরদারী রাখেন।

(৯) সর্বসাধারণের সুবিধার্থে দারুল ইফ্‌তা তথা ফতোয়া বিভাগের সময়ে পরিবর্তন আনয়ন করেন। সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত। অতঃপর দুপুর ২টা হতে আছর পর্যন্ত ফতোয়া বিভাগ খোলা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া ফতোয়া বিভাগের লাইব্রেরীতে ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য কিতাব লক্ষ রুপী ব্যয় করে সংগ্রহ করেন।

(১০) ছাত্রদের লিখনী ও মৌখিক দক্ষতা বাস্তবরূপদানের জন্য জামাতে রায়হানে মিল্লাত তোলাবা লাইব্রেরী নামে কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে নতুন ও পুরাতন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রুপীর পুস্তকাদী সংগ্রহ করেন।

মাহনামায়ে আ'লা হযরত

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হতে প্রকাশিত যা খানকায়ে রেজভীয়া ও মানজারে ইসলাম এর মুখপাত্র ধারাবাহিক সফলভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

(২) হুজুর সাজ্জাদানেশীনের সময় জামেয়া মানজার ইসলাম-এর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করেন। এ উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করেছেন। ইহা ছাড়া মূল্যবান রেছালা তথা পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত খানকায়ে রেজভীয়া এবং জামেয়া মানজার ইসলামের প্রচার-প্রসার করে আসছেন।

খানকায়ে আলীয়া রেজভীয়া

(১) রেজভীয়া মিনারের ভিতরাংশ নতুন ও মনোরমভাবে সুসজ্জিত করেন।

(২) খানকা শরীফে সম্পূর্ণ ফ্লোর আরামদায়ক ও সুন্দর মরমর পাথর দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

(৩) সাইয়্যেদুনা সরকার আ'লা হযরত, হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম, হুজুর মুফতী আজম হিন্দ, হুজুর মুফাসসিরে আজম হিন্দ, হুজুর রায়হান মিল্লাত এর পবিত্র মাজার শরীফ সমূহ পিতল দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেন। আর মনোরম জালী দ্বারা বেষ্টনী করেন।

(৪) সকল মাজার শরীফের শিয়রে আহলে মাজারের নাম, জন্ম ও ইন্তিকাল দিবস স্পষ্টভাবে সুন্দর লিখনীতে সুসজ্জিত পাথরের ফলকে লেখেন।

(৫) অনেক অর্থ খরচ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা

মোবারকের নকশা ও চুল মোবারক সহ হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এবং অন্যান্য বুযুর্গদের তাবারকসমূহ ও বিরল বস্তু সংগ্রহ করেন। খানকায়ে রেজভীয়া শরীফ জেয়ারতকারীদের জেয়ারতের জন্য সুব্যবস্থাপনার সাথে ঐ লিখিত তাবারক ও দূর্লভ বস্তু সমূহ কাঁচের আলমারীতে স্থাপন করেন।

(৬) সুন্দর ও মনোরম ঝাড়বাতি দিয়ে পবিত্র মাজার শরীফ সজ্জিত করেন এবং জিয়ারতকারীদের আরাম ও শান্তির জন্য সম্পূর্ণ খানকাহ শরীফকে এয়ারকন্ডিশন করেন এবং ঠান্ডা পানির কল স্থাপন করেন।

(৭) রেযা মসজিদের কোন্ হতে মাজার মোবারকের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গলীতে পাথরের বিছানা বিছিয়েদেন। হুজুর সাহেব সাজ্জাদানেশীনের সময় উল্লেখিত উন্নয়নমূলক কর্মসমূহ ব্যতীতও মাজার শরীফ এবং খানকাহ শরীফে অনেক অর্থ ব্যয় করে অন্যান্য অপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যা আজ আমরা চক্ষু তুললেই দেখতে পাই।

মুফতীয়ে আজম হিন্দের দরজায়

হুজুর রায়হানে মিল্লাতের সময় থেকেই উরছে রেজভীয়ার জেয়ারতকারীদের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। উরছে রেজভীয়াতে নিকটতম ইসলামী দেশের লোকদের গমনাগমন হয়ে থাকে। কিন্তু দেশী ও বিদেশী জিয়ারতকারীদের দীর্ঘদিনের মনোবাসনা হল উরছে রেজভীয়ার একটি দরজা বানানো হোক। অতএব, হুজুর সাজ্জাদানেশীন আ'লা হযরতের মেহমানদের মনোবাসনাকে বাস্তবায়িত করেন। তাই গম্বুজে রেজার প্রচার হিসেবে এই স্থানে আকাশচুম্বী, সুন্দর মনোরম বাবে মুফতী আজম হিন্দ নামে একটি দরজা নির্মাণ করেন। যা আজ লোকদের অন্তরে আকর্ষণের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছে।

ওরছের ব্যবস্থাপনা

ওরছে রেজভীয়াকে আজিমুশ্‌শান ও অতুলনীয় ব্যবস্থাপনার আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। আর খানকায়ে রেজভীয়া সকল বুযুর্গগণের ওরছ সুন্দর পরিচালনায় সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

রেজভী তাহক্বিক্বাত

কুরআন কারীমে রেজভী

আরবীতে رِضَا (রা বর্ণে যের যোগে) শব্দটির অর্থ হল- সন্তুষ্টি, রাজী, খুশী প্রভৃতি। আর رَضَا (রা বর্ণে যবর যোগে) শব্দটির অর্থ হল সন্তুষ্ট হওয়া, রাজী হওয়া, খুশী হওয়া প্রভৃতি। আর رِضْوِى (রেজভী) বা رَضْوِى (রজভী) বলা হয় رِضَا (রেজা) বা رَضَا (রজা) শব্দটির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে।

আর এ রেজা বা রজা শব্দটি যা প্রচলিতভাবে রেজভী তা কুরআন শরীফে মুমিনদের ক্ষেত্রে বারবার এসেছে।

এক কথায় কুরআনে কারীমের মর্মানুযায়ী রেজভী বলা হয় তাঁদেরকে যাদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং যারা স্রষ্টার বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট।

অপর দিকে যারা আল্লাহর প্রতি রাদ্বী বা সন্তুষ্ট এবং মহান আল্লাহ ও যাদের প্রতি রাদ্বী বা সন্তুষ্ট তাদেরকেও রাদ্বভী বা প্রচলিতভাবে রেজভী (সন্তুষ্ট) বলা হয়।

আর এ মর্মে রেজভী (رضوى) শব্দটি رِضَا বা رَضَا হতে رضى রূপে সন্তুষ্টি বা সন্তুষ্ট হওয়া অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহারসহ পরিচয় ও সফলতার কথা বিদ্যমান রয়েছে। যথা-

❑১ নং আয়াতে কারীমাঃ

﴿ وَ السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

অর্থাৎ, সবার মধ্যে প্রথম মুহাজির ও আনসারগণ এবং যারা আন্তরিকতার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাঁদের উপর রাজী (সন্তুষ্ট) এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (তাঁরা রেজভী) আর তিনি তাঁদের জন্য তৈরী করেছেন, এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাঁরা সর্বদা অবস্থান করবে। এটাই মহা সফলতা।

-সূরা তাওবা, আয়াত-১০০

❑ ২ নং আয়াতে কারীমাঃ

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ
وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ
اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধবাদীগণকে ভালবাসে, যদিও হোক না ঐ বিরুদ্ধচারীগণ তাঁদের পিতা বা তাঁদের পুত্র অথবা ভাই অথবা তাঁদের আত্মীয়স্বজন। তাঁরা হচ্ছে ওই সব লোক যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অংকিত করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি তাঁদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশ নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ, তাঁরা রেজভী)। আর এরাই হচ্ছে আল্লাহর দল আর আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

- সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২২

❑ ৩ নং আয়াতে কারীমাঃ

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝
جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং নেককর্ম করে তারাই সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের পুরষ্কার রয়েছে, তাঁদের রবের নিকট স্থায়ী জান্নাত। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ, তাঁরা রেজভী)। এটি তাঁর জন্যই, যে তাঁর রবকে ভয় করে।

-সূরা বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৭, ৮

❑ ৪ নং আয়াতে কারীমাঃ

﴿ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهٰرُ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, এটা হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাঁদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ, তাঁরা রেজভী)। এটাই মহান সফলতা।

-সূর মায়েদা, আয়াত-১১৯

❑ ৫ নং আয়াতে কারীমাঃ

﴿ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি খুশি বা সন্তুষ্ট হয়েছেন (তাই তাঁরা রেজভী), যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে বসে আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের অন্তরে যা ছিল, আল্লাহ তা জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের উপর সান্তনা প্রদান করলেন এবং প্রতিদান (স্বরূপ) দিলেন তাঁদেরকে অতি নিকটতম একটি বিজয়।

-সূরা ফাতহ, আয়াত-১৮

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা সমূহে রেজভীগণের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে অর্থাৎ, রেজভীগণের অন্তর্ভূক্ত তাঁরাই, যারা–

* ঈমানদার হবে,
* আমলে সালেহা বা নেক কাজ করবে,
* মুহাজির সাহাবীগণ,
* আনসার-সাহাবীগণ,
* এছাড়াও অন্যান্য সকল সাহাবীগণ,
* যারা সাহাবাগণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত,
* আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে,
* আল্লাহ-রাসূল ও ধর্মের বিধানাবলীর বিরুদ্ধচারণকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখবে

না, যদিও সে পিতা, পুত্র, ভাই বা নিকটজন যেকেহ হোক না কেন,

* তাঁদের অন্তরে ঈমানের মোহর অংকিত থাকবে,
* আল্লাহকে অধিক ভয় করবে,
* সত্যবাদী হবে এবং সত্যবাদীদের সাথী হবে,
* নবীর নিকট শায়খে কামেলের মাধ্যমে বায়াত গ্রহণ করবে।

উপর্যুক্ত গুণাবলী সম্পন্নদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট অর্থাৎ, তারা রেজভী (কুরআন কারীমের আলোকে)। আর এ রেজভীদের জন্য রবের পক্ষ হতে যে প্রতিদান রয়েছে তা হলো-

* এমন জান্নাত সমূহ, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়েছে এবং যাতে তাঁরা চিরস্থায়ী হবে।
* আল্লাহ আপন রূহ দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেন।
* তাঁদের মর্যাদা হল সকল সৃষ্টির উত্তম।
* তাঁদের উপর আল্লাহ প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন।
* তাঁদেরকে অসত্যের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।
* এগুলোই তাঁদের সবচেয়ে বড় সফলতা।

মোটকথা, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং যারা আল্লাহর বিধানাবলী সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করে, এদের সকলেই কুরআনের ভাষায় রেজভী।

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সময় রেজভী

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

﴿وَ لَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ

قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ, যখন মূসা আমার দেয়া নির্ধারিত সময়ে হাজির হলেন এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও, তোমাকে আমি এক নজর দেখব। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। তবে তুমি দৃষ্টি দাও পাহাড়ের (তূর) প্রতি। যদি তা স্বস্থানে

স্থীর থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। যখন তাঁর রব পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন নূরের জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা অচেতন হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন অনুভূতি ফিরে আসল, তখন বলল, পবিত্রতা তোমারই। আমি তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনগণের মধ্যে আমিও সর্বপ্রথম।

-সূরা আরাফ, আয়াত-১৪৩

আলোচ্য আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যয় সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বায়ান শরীফ, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৪৯, এবং তাফসীরে মাযহারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৮৩ এ উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহর নূরের ঝলকে (আজমতে) যে পর্বতটিতে মূসা (আলাইহিস সালাম) অবস্থান করছিলেন সে তূর পর্বতটি ৬টি খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। যার ৩টি খন্ড মক্কায় এবং বাকী তিনটি খন্ড মদীনায় পতিত হয়।

*** মক্কায় যে তিনটি খন্ড পড়েছে এদের নাম হল-**

(১) ছূর
(২) ছাবীর
(৩) হেরা

*** আর মদীনায় যে ৩টি পড়েছে এগুলোর নাম হলো-**

(১) উহুদ
(২) রিক্বান
(৩) রেজভী

অর্থাৎ, আল্লাহর নূরের ঝলক প্রাপ্ত একটি পাহাড় খন্ডের নাম হল রেজভী এবং এর আশপাশের বাসিন্দাদেরকেও রেজভী বলা হয়। যা আল্লাহর কুদরতের নিশান হিসেবে মদীনা ও ইয়াম্বুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রয়েছে।

হুজুর পাকের খাদেমা হিসেবে রেজভী

صفة الصفوة (সিফাতুছ্ ছাফওয়া) নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৬০ পৃষ্টায় আল্লামা ইমাম আবুল ফরজ আব্দুর রহমান ইবনে জওযী হুজুর পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাহেরী জিন্দেগীতে যে ক'জন খাদেমা তাঁর পবিত্র খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা-

(১) উম্মে আয়মন, তাঁর অপর নাম ছিল বারাকাহ

(২) আমীমাহ
(৩) খাদ্বরাহ
(৪) রেজভী
(৫) রায়হানাহ
(৬) সালমা
(৭) মারিয়াহ
(৮) মায়মূনাহ বিনতে সা'দ
(৯) মায়মূনাহ বিনতে আবি উসাইব
(১০) উম্মে দুমাইরাহ
(১১) উম্মে আয়াশ (রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুন্না)

এখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সম্মানিতা খাদেমার নামও ছিল রেজভী।

দু' জন সম্মানিত ইমামের নামে রেজভী

❍ আল্লামা ফিরোজুদ্দীন সাহেব তার বিখ্যাত উর্দু অভিধানগ্রন্থ ফিরুজুল লুগাত-এ রেজভী বা রেজভীয়া যাদেরকে বলা হয়, এ মর্মে বলেন যে,

امام علی رضا سے نسبت رکھنے والا-ان کی اولاد

অর্থাৎ, ইমাম আলী রেযা এর সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে রেজভী বা রেজভীয়া বলা হয়। আর তার আওলাদদেরকেও রেজভী বা রেজভীয়া বলা হয়।

❍ আবার কেহ ইমাম আলী মূসা রেজার অনুসারীদেরকেও রেজভী বা রেজভীয়া বলে থাকেন।

আ'লা হযরত কিবলার অনুসারী হিসেবে রেজভী

পবিত্র কালামে এলাহী কুরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে-

﴿ اُولٰئِکَ کَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَ اَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ﴾

অর্থাৎ, তাঁরা হচ্ছে ঐসব লোক যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অংকিত করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা এবং তিনি তাঁদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ, তারাই রেজভী)।

-সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২২

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতাংশের

﴿ اُولٰٓئِکَ کَتَبَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِیۡمَانَ وَ اَیَّدَهُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡهُ ﴾

(তাঁরা হচ্ছে ওই সবলোক, যাদের অন্তর গুলোতে আল্লাহ ঈমান অংকিত করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন তার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা)

এ অংশকে প্রসিদ্ধ 'আবজাদ' হিসাব অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নিজের জন্ম সাল জ্ঞাপক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর প্রকৃতই এ আয়াতের মর্মার্থ আ'লা হযরতের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি অত্র আয়াতাংশের পরের অংশে রয়েছে যে, رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ (আল্লাহ তাঁদের উপর রেযা বা সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট বা রেযা) আর তাঁর বরকতময় নামটিও তাঁর সম্মানিত পিতামহ মাওলানা শাহ রেযা আলী খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নির্ধারণ করেছেন মুহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন হিসেবে।

আর সেই কালামে এলাহী হতে গৃহীত رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ আয়াতাংশের বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, আ'লা হযরত কিবলার সাথে সম্পৃক্ত তথা তাঁর বরকতময় রেযা নামের সাথে সম্পর্কিতরাও রেজভী বা রজভী হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক তাঁর মসলকের (মতাদর্শের) অনুসারীদেরকেও রেজভী বলা হয়।

অতএব, উল্লেখিত সকল আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের মধ্যে ঈমানের নূর রয়েছে, আমলে সালেহা রয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ রয়েছে, সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আ'লা হযরত কিবলার বরকতময় মতাদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ যাদের মধ্যে রয়েছে তাঁরাই রেজভী আর তাঁদের উপর রয়েছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তারাও আল্লাহর সকল বিধানে সন্তুষ্ট।

পরিতাপ

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যেখানে রেজভী শব্দটির উৎস পবিত্র কুরআন মাজীদে রয়েছে এবং যুগে যুগে নবী প্রেমিক খোদাভীরু মহান ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে। অপরদিকে শব্দটির অর্থও সন্তুষ্টি তথা আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট বা রাজী।

এমতাবস্থায় এক শ্রেণীর হিংসা পরায়ণ নামধারী আলেম, লেখক, গবেষকরা তাদের পুস্তকসমূহে বিশেষ করে উর্দু অভিধানগুলোতে রেজভী শব্দের অর্থ লিখেছে বেরেলীর ইংরেজ পদলেহনকারীসহ প্রভৃতি। অথচ একই পৃষ্ঠায় রেজভীয়া শব্দটির অর্থ লিখেছে ইমাম আলী মুসা রেজার অনুসারী এবং রেজা শব্দের অর্থ লিখেছে সন্তুষ্টি, খুশি প্রভৃতি। [সূত্র ঃ ফরহাঙ্গে ফয়েজী, পৃ:৭২৬, প্রকাশকাল-জুলাই ২০০৯ইং, ফয়েজিয়া কুতুবখানা, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা] রেজভী শব্দের অর্থ বেরেলীর ইংরেজ পদলেহনকারী পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য কোন অভিধানেই নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরণের অর্থ করার সাধ্যও কারো নেই। কারণ জলের অর্থ পানিই হবে অগ্নি হবে না। আর অগ্নির অর্থ আগুনই হবে জল হবে না।

লেখক রেজভী শব্দের অর্থ করতে গিয়ে হিংসাত্বকভাবে প্রথমত, মিথ্যা অর্থ লিখেছেন দ্বিতীয়ত, সরল-কোমলমনা ছাত্রদের অঙ্কুরে এ বিভ্রান্তির বীজ জন্মানোসহ প্রকৃত আলেমে দ্বীন ও নবী প্রেমিকগণের প্রতি বিদ্বেষমনা করে তুলছেন। (নাউযু বিল্লাহ)

আজকের এ সময়ে আহলে বিদ্‌আত তথা ৭২ দলীয় নামধারী আলেমদেরকেই দেখা যায় এ মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণসহ হক্কানী সুন্নী আলেমদের ক্ষেত্রে লাগামহীন অশালীন মত পোষণ করছে।

কথায় বলে الحق مر। সত্য তিক্ত। আ'লা হযরত কিবলা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুগত ও অনুসারী কারা এবং নবী ও উম্মতের মধ্যে কি পার্থক্য এবং কি সম্পর্ক তা প্রকাশ করে দেয়ায় দেহধারী আলেমদের নবী হওয়ার পথে অনেকটা বাধা হয়ে গেছে। যেহেতু মীর্জা গোলাম ক্বাদিয়ানীসহ তাদের মধ্যেই অনেক নবী দাবীদার দেখা যায়। আর এটাই এদের চরম আফসোস ও বিদ্বেষের কারণ। এ মর্মে জানতে দেখুন "হুস্‌সামুল হারামাইন"।

অছিয়ত

রেজভীয়া দরগাহ শরীফের মুহতারাম খলিফাবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম ও বায়াতগ্রহণকারী মুআজ্জাজ মুরিদীন ও ভক্তবৃন্দের প্রতি আরয, আমরা আখেরী যুগের ফিতনার অংশে পড়ে গেছি। এ সময় আপনাদের সত্যের অভিযান নির্মূল করার জন্য অতীতের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝড়সহ নির্দয়-নির্যাতন আসবে। এ নির্মম ঝড় ও নির্যাতনের মধ্যেও দুঃখের আগুন বুকে চাপা দিয়ে ধৈর্যের পোষাক ধরে রাখতে হবে।

সত্যের উপর কায়েম থেকে দিতে হবে পরস্পরকে সত্যের দাওয়াত। এ অবস্থায়ই আল্লাহর পথে মৃত্যু হওয়া চাই। এতে নাজাতের দু'টি সৌভাগ্যের কমপক্ষে একটি নছীব হবে। আর তা হল গাজী অথবা শহীদ।

বিনীত-

লেখক